**রত্নমালা**
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট, বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০



৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা



**কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ**
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২



কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ – ৬ আষাঢ়, ১৪২৬ ঃ ১৫ জুন – ২১ জুন, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 34, 15 June - 21 June, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা


## দিনগুলি মোর...

**সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** ভোট পর্ব মিটে প্রায় মাস গড়াতে চললেও এখনও মোদী

বিরোধিতায় অনড় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৫ জুন দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে যে নীতি আয়োগের বৈঠক হওয়ার কথা তাতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা। তাঁর অভিযোগ কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছে না।

**রবিবার:** রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ চূড়ান্ত আকার নিল।

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৪ জনের। যার মধ্যে ৩ জন বিজেপি সমর্থক ও একজন তৃণমূল কর্মী বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষের এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে কেন্দ্র।

**সোমবার:** ভারতীয়দের বিজয়গাঁথার বহু ইতিহাস জড়িয়ে ওভালের সঙ্গে। সেই মাটিতেই

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে কর্তৃত্ব নিয়ে হারিয়ে দিল বিরাট কোহলির দল। একইসঙ্গে ভালো জায়গায় চলে গেল ভারত।

**মঙ্গলবার:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যাবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা না জানালেও

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী সেই সৌজন্যতা দেখালেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করলেন রাজ্যপাল। পরে সাংবাদিকদের জানালেল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে ৩৫৬ ধারা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

**বুধবার:** চিকিৎসক নিগ্রহের জেরে এনআরএস মেডিক্যাল

কলেজ সহ রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে ধর্মঘটের পথে হাঁটল জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের বক্তব্য, যতক্ষণ না তাঁদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন জারি থাকবে।

**বৃহস্পতিবার:** রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও

বিজেপি কর্মীদের ওপর শাসকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লালবাজার অভিযান চালাল রাজ্য বিজেপি। মাঝপথেই অবশ্য তাঁদের আটকে দিল পুলিশ জলকামান ও কাঁদানে গ্যাসের সাহায্যে। ইলেকট্রিক লাঠিরও ব্যবহার করা হল আন্দোলনকারীদের রুখতে। আহত বহু বিজেপি নেতা কর্মী।

**শুক্রবার:** চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছিল এনআরএসে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী

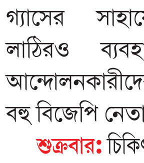

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হলেন এসএসকেএমে। শুধু তাই নয় সেখানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসকদের বিক্ষোভের মুখে তাঁদের বিজেপি ও সিপিএমের লোকও বললেন উত্তেজিত হয়ে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

## সন্দেশখালি প্রমাণ করবে

# প্রশাসন আসলে কার পক্ষে

**শক্তি ধর :** তখন পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট মধ্যগগনে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি। হঠাৎ জেলার কো-অর্ডিনেশন কমিটির দফতরে হইচই। নেতাদের ডেকে ব্রিফ করা হচ্ছে কে কোন ব্লকে গিয়ে ক্যাশ বুক চেক করবেন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রকল্পে বরাদ্দের হিসাব চেয়েছে। অথচ অডিট করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে হিসাব পত্তরে নানা গোলমাল। এরপর দু'দশক পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। আজও সন্দেশখালি ব্লকে বিডিও নিগ্রহে যা বেরিয়ে এসেছে তা হুবহু সেই বামফ্রন্ট আমলেরই ছবি। পঞ্চায়েত রাজ কায়েম হওয়ার পর থেকেই সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। সরকারি প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নিয়ে নয়ছয় আজ সর্বজনবিদিত হলেও ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে সদ্ভাব থাকলে সাধারণ মানুষের কোনও অভিযোগই ধোপে টেঁকে না। সন্দেশখালির বিডিও কৌশিকবাবু

ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে সদ্ভাব থাকলে সাধারণ মানুষের কোনও অভিযোগই ধোপে টেঁকে না।

ব্যতিক্রমী। তিনি নিজেই বলেছেন ব্লকের প্রশাসন থেকে জঙ্গলরাজ্য সাফ করতে গিয়েছিলেন, তার পুরস্কার পেয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বহু বিডিওর কাছে কৌশিক ভট্টাচার্য একজন বোকা লোক। তিনি নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নেতাদের পকেটে গিয়েছে দেখেও তিনি বখরা না নিয়ে সরকারি কোষাগারে ফেরত নিয়ে এসেছেন। ব্লক প্রশাসনে এ এক বিরল ঘটনা। ফলে এমন বোকা লোকের পাশে এখনও কেউ তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ান নি। অথচ এমনটা কেউই বিশ্বাস করেন না যে সন্দেশখালি ছাড়া রাজ্যের বাকি ৩৪০টি ব্লকে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকল্পের খরচ চলছে। প্রায় সব জায়গাতেই ভাব-ভালোবাসায় সবই চলছে নির্বিঘ্নে। একটা সময় ছিল যখন সম্পাদকরা পঞ্চায়েতের দুর্নীতির খবর করতে বলতেন। এখন আর বলেন না কারণ সেদিনের খবর আজকের ওপেন সিক্রেট। কৌশিক ভট্টাচার্য সেই গা-সওয়া 'অবান্তর' বিষয়টাকে ফের সামনে নিয়ে এসেছেন এমন একটা সময়ে যখন লোকসভা ভোটের ফলে রাজ্যের শাসক দল বেশ কিছুটা কোনঠাসা, যখন ভোটের ফল বিচারে বসে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্থানীয় নেতাদের 'কাটমানি' নেওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। তাই শুধু সময়ের ক্যারিশমায় বিডিও নিগ্রহের মত 'পচা' খবর দখল করে নিয়েছে শিরোনাম। রেখাপাত করেছে সাধারণ মানুষের মনে।

সময় বড় নিষ্ঠুর। কখন কাকে তোলে আর কখন কাকে ফেলে বলা খুব মুসকিল। সন্দেশখালির নিগৃহীত বিডিও আসলে প্রশাসনের একটা দিক নির্দেশ করেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন পরিবর্তনের পর সরকার ঠিক কার দখলে। বিডিওদের হাতে না স্থানীয় নেতাদের। এ প্রসঙ্গে শাসক দলের কর্তাদের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যে জেলার সভাপতি তথা খাদ্যমন্ত্রী বলে দিলেন এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর দলের কোন কর্মী জড়িত নয়। ফলে পঞ্চায়েত প্রধান ও সভাপতির নাম এফআইআর এ উল্লেখ করা থাকলেও তাদের এখনও ধরা হল না। অন্য পাঁচজনকে ধরে পুলিশ কেস সাজাবার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি খাওয়ার জন্য স্থানীয় নেতা কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেও এমন একটা নিগ্রহের ঘটনায় মুখই খুললেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

# গেরুয়া ঝড়ের দাপটে রাজ্যের পুলিশমহলও কি পাল্টে যাচ্ছে?

**কুনাল মালিক :** এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের পর ফলাফল প্রকাশ হতেই রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। সূত্রের খবর শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের সব হুকুম-ফরমান আর সেভাবে মানছে না রাজ্যের পুলিশ মহল। পুলিশের নীচুতলাতে অনেক আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তৃণমূলের দাপটে তাদের কিছু করার ছিল না। লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে গেরুয়া শিবির ১৮টা আসন পাবার পর, রাজ্য জুড়ে বিজেপি নেতা নেত্রীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রে মোদী সরকার দৃঢ় ভাবে বিরাজ করার পর এরাজ্যের পুলিশ কর্তারাও বেশ চাপের মুখে। আগে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা ফোন করলেই থানা নড়ে চড়ে বসতো। কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না বলে খবর। গত সোমবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সামনেই দলের অনুগত মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা অভিযোগ করেন যে পুলিশ তাদের কথা শুনছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি এত ভালো মানুষ হলে চলবে না, কড়া হোন। অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ব্যালেন্সড করে চলেছেন। আমাকে রাগাবেন না। রাজ্যে বিজেপি অশান্তি করবে আর আপনারা দায় এড়াবেন। সূত্রের খবর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানার ওসি ও আইসিদের ওপর বেজায় চটে আছেন মুখ্যমন্ত্রী।

**কাঁটা ছেড়া**

এরপর পাঁচের পাতায়

## কৃতজ্ঞতা সমাবেশে অনুপস্থিত তিন বিধায়ক

# 'বেইমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী গত শুক্রবার মুচিশা হরিদাশ কৃষিশিল্প বিদ্যাপীঠের মাঠে ৭টি বিধান সভা কেন্দ্রের মানুষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তবে এই সভাতে জনসমাগম আশাব্যাঞ্জক নয়। তৃণমূল নেতারা বলেন প্রচন্ড গরমের জন্য লোক হয়নি। ৭টি বিধানসভার মধ্যে ফলতার বিধায়ক তমোনাস ঘোষ, ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার ও মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী নির্বাচনের আগে বিষ্ণুপুর থানার নহাজারীতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে যাদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদের মোট ৬০ জনকে আর্থিক অনুদান দেন। অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, দলের পক্ষ থেকে মোট ৪২ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হল। তিনি বলেন, যারা সংঘর্ষের নেপথ্যে ছিল সেই আজান শা মোল্লা ও দিনেশ ১০ বছর সূর্যের আলো দেখতে পাবে না। আমার এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করা যাবে না। সাংসদ বলেন আমি সকলের সাংসদ, যারা ভোট দিয়েছেন তাদেরও যারা দেননি তাদেরও। আগামী ৫ বছর সব মানুষের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে যাবে। রাজ্যে তৃণমূল ২২টা আসন পেয়েছে। সুতরাং ভয় পাবেন না। দল আবার ঘুরে দাঁড়াবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে বুথে বুথে পর্যালোচনা করুন। কোথায় উন্নয়ন প্রয়োজন সেটা বলুন। অভিষেক ব্যানার্জী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যারা দলে থেকে বেইমানি করছে ঠিক সময় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# বিজেপি করার অপরাধে দম্পতিকে মার

**নিজস্ব প্রতিনিধিঃ** বিজেপি করার অপরাধে এক দম্পতিকে মারধর করার অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের হিঞ্চেখালি গ্রামে। এলাকায় বিজেপি দল করার অপরাধেই সমতুল সরদার ও চন্দনা সরদার নামে ঐ দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে শাসক দলের কর্মী ভীম হালদার, নকুল হালদার ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে সমতুল বাবুদের চাষের জমি জোর করে চাষ করার জন্য যায় অভিযুক্তরা। তখন সেই জমি চাষে বাধা দিলে সমতুল সরদার ও তাঁর স্ত্রী চন্দনা সরদারকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। লোহার রড দিয়ে মাথায় মারা হয় সমতুল সরদারকে। স্বামীকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে চন্দনা সরদারকেও বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। ঐ দম্পতি বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন।

যদিও এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি এটা পারিবারিক বিবাদ, এর পিছনে কোন রাজনীতি নেই।

# ইস্তফা দিলেন টাউন সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বজবজ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গৌতম দাশগুপ্ত। প্রসঙ্গত তিনি বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। গত ১ জুন আলিপুর বার্তায় বজবজ পুরসভায় বিজেপির উত্থান, ভাই চেয়ারম্যানও কি পা বাড়িয়ে? শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯টি ওয়ার্ডে বিজেপি জয়ী হয়েছে। খোদ ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তর ওয়ার্ডে বিজেপি জিতেছে। বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে গৌতম বাবু বলেছিলেন ভিত্তিহীন খবর। তার কয়েক দিনের মধ্যেই দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি।

**বজবজ**

যদিও বিজেপিতে যোগাদের ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, দলের আশানুরূপ ফল হয়নি। তাই সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। তিনি সভাপতি হবে তার নেতৃত্বে দলকে সংগঠিত করবেন। শুধুই কি দলের ফল আশানুরূপ হয়নি বলে পদত্যাগ করলেন? সে প্রশ্নে তিনি জানান ওটা একটা কারণ, তাছাড়া দলে আমি সম্মান পাচ্ছিলাম না, তাই এই সিদ্ধান্ত। গৌতম দাশগুপ্ত পদত্যাগ পত্র জেলা শাসক শুভাশিস চক্রবর্তী সংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর কাছে পাঠিয়েছেন। তারা কি আপনাকে ইস্তফা প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন? গৌতম বাবু জানান, না তাঁরা কিছু বলেননি।

## আইন শৃঙ্খলা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চলছে নৈরাজ্য

# ঘরে বাইরে প্রবল চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী

শেষ খবর অনুযায়ী শনিবার বিকেল পাঁচটায় মিটিং ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ডাক্তারেরা সাফ জানিয়েছেন এনআরএসেই আসতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে প্রশ্ন উঠেছে শনিবার বিকেল অবধি কেন অপেক্ষা, শুক্রবার রাতেই কেন নয়?

**নিজস্ব প্রতিনিধিঃ** লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বাংলা জুড়ে অশান্তি-হিংসা-রক্তপাত তো চলছেই। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও বটে) শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে নৈহাটিতে ধর্নায় বসতে হয়েছে। সেই নৈরাজ্যের মধ্যেই গত সোমবার থেকে রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার চরম সংকট দেখা দিয়েছে। এন আর এস হাসপাতালে মহম্মদ সঈদ নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর হলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্ম বিরতি শুররু করে। এই ঘটনার জেরে সব রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্নায় বসেন। ডাক্তারদের নিরাপত্তা এবং অভিযুক্ত হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে জুনয়র ডাক্তাররা সোচ্চার হন। পিজি সহ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে আউটডোর এমারজেন্সি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়ে রাজ্যবাসী। গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দুপুর ১২টার সময় পিজি হাসপাতালে চলে আসেন। অনেকেই আশা করেছিলেন এবার হয়তো জট কাটবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পিজিতে যে ভাষায় কথা বললেন, তাতে জুনয়র ডাক্তারদের আন্দোলন আরও তীব্রতর হল। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জুনিয়র ডাক্তাররা কাজে যোগ না দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ দিয়ে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হবে। এমন কি জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন কে 'বহিরাগতদের' আন্দোলন বলে কটাক্ষ করলেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো দুপুর দুটোতে পিজির এমারজেন্সি খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন চলতে থাকে। নার্স স্টাফরাও তাতে সামিল হন। কিন্তু এন আর এস সহ অন্য সরকারি হাসপাতালে একই পরিস্থিতি। ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা না রেখে জুনয়র ডাক্তারদের ৬ জন প্রতিনিধি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করে। প্রসঙ্গত এদিন রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ও হিংসার আগুন প্রতিরোধে রাজ্যপাল সর্বদলীয় সভা ডেকেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা এখন গণ ইস্তফার পথে। দিল্লি সহ বিদেশেও এনআরএস কান্ডে ডাক্তাররা সোচ্চার হচ্ছেন। এমনকি কলকাতার মেয়র কন্যা সাব্বা হাকিম ও মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এখন ঘরে বাইরে প্রবল চাপের মুখে। বিজেপি নেতা মুকুল রায় বলেন, হিটলার মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।

এরপর পাঁচের পাতায়

# কলের জলে পাঁচ ফোঁটা জিওলিন দিয়ে রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার**

শহর ও গ্রামঞ্চলে অলি গলিতে চলছে ভেজাল মিনারাল জলের রমরমা ব্যবসা। এ ব্যাপারে এক জল ব্যবসায়ী কে জিজ্ঞাসা করতে গেলে বলেন-মিনারাল জলের ব্যবসা আই এস আই লাইসেন্স নিতে গেলে খুব কম করে ১৫ লক্ষ টাকার পরিকাঠামো দরকার। এতো টাকা দিয়ে জলের ব্যবসা করে লাভের আশা নেই বললেই চলে। তা ছাড়া এতো পুঁজি কোথা থেকে পাবো। ফলে আই এস আই লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ৯৫ শতাংশ ব্যবসা। প্রতি বছরে দিতে হবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা লাইসেন্স ফি। এর পরে শ্রমিকদের মাইনে, ডেলিভারি ম্যানদের বেতন। নিজের সংসার চালিয়ে লাভ কিছুই হয় না। মাটি থেকে জল তুলে একটা ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডারের ভিতর ঢুকিয়ে তারপর জারে ভর্তি করা হয়। এছাড়া জারের মাথায় যে ক্যাপ থাকে তার লাইসেন্স করাতে হয় উপভোক্তা দপ্তর থেকে। এবিষয়ে কথা বলার জন্য জলসম্পদ ভবনে আমরা বেশ কয়েকজন জল ব্যবসায়ী গেছিলাম মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের কাছে। কিন্তু কোনো রকম সাহায্য আমরা পাই নি। সেই কারণে অনেকে জলের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, লাইসেন্স ঠিক ঠাক না থাকলে জেলে যেতে হবে। এরপর খাদ্য লাইসেন্স আছে। সেই সব জার গুলোর দাম পড়ে ৬০ থেকে ৭০ টাকা। প্রতি সপ্তাহে কারো তিন জার করে জল লাগলে অনেক টাকা খরচ পড়ে যায়। তাছাড়া মধ্যবিত্তরা ৩০-৩৫ টাকা দামের জার কিনতে অভ্যস্ত। আমরা চাই স্থানীয় বিডিও অফিসে পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবরেটরি খুলুক। আমরা সাত সকালে জল পাঠিয়ে দেবো। সেই নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট করুক। যে সমস্ত জলের কোম্পানি গুলোর লেবেল মেরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেগুলো আইএসআই লাইসেন্স না থাকলেও মানুষ খেয়ে শরীর খারাপ হচ্ছে না। সুতরাং আইএস আই লাইসেন্স-এর যে খরচা সরকার তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক। যাতে করে জল ব্যবসায়ীদের সুরাহা হয়। এদিকে সরকার শিল্প শিল্প করে প্রচার করছে। অন্য দিকে এতো পরিমাণ টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিয়ে তা আবার পরিকাঠামো যে খরচ করতে হয় সেটা দেওয়া বেকার ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। লাইসেন্সের টাকা কম করে নিলে অনেক জল ব্যবসায়ী লাইসেন্স করতে আগ্রহী। পরিকাঠামোও তারা তৈরি করবে। ইদানীং অনেক ভ্যান চালক রাস্তার কলের জল ভরে জিওলিন মিশিয়ে দিয়ে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করছে। ছোট খাটো ব্যবসায়ীরা একটা ঘরের মধ্যে কল থেকে জল ভরে তাতে জিওলিন দিয়ে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করছে। দেখার কেউ নেই। সেই কারণে মানুষ জন্ডিসের মতো রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শহরের বেশ কিছু এলাকায়। এব্যাপারে সোনারপুর বিডিওর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি ফোন ধরেননি।

আমরা বেশ কয়েকজন জল ব্যবসায়ী গেছিলাম মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের কাছে। কিন্তু কোনো রকম সাহায্য আমরা পাই নি।

# জারি ভোট পরবর্তী উচ্ছ্বাসের ধমাকা

**পার্থসারথি গুহ**

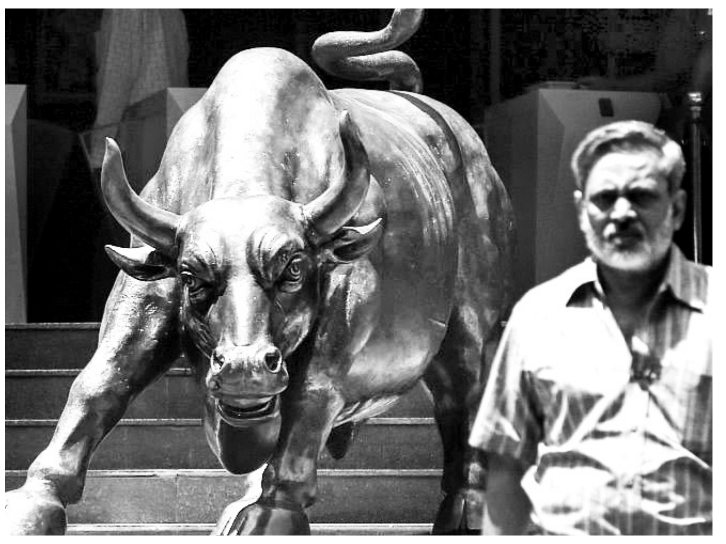

ভারতের শেয়ার বাজারে ভোট পরবর্তী ধমাকা এখনও অব্যাহত। এই জুনের শেষেও তা চলছে সমানতালে। যেভাবে গত মাসের শেষের থেকেভারতের শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে তাতে এটাই মনে হচ্ছে যে না এতদিন টানা পড়তে থাকা বাজার এবার একটা পালটা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, আরও বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

এই সম্ভাবনার কথা দানা বেঁধেছিল সেদিনই যখন বারবার ১০ হাজারের সাপোর্ট নিয়ে নিফটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞরা এই সন্ধিক্ষণে প্রমাদ গুনছিল যে ১০ হাজার ভেঙে না বন্ধ দিতে শুরু করে নিফটি সূচক। আর এই জায়গাটা যে বিপদসীমা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন পোড়খাওয়া লগ্নিকারীরাও। সেখান থেকেই হেঁইয়া মারো হহেঁইয়া করে নিফটিকে তুলে ধরেছেন তারা।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমনও হতে পারে নিফটি ও সেনসেক্স আরও বেশ কিছু পয়েন্ট হাসিল করতে সক্ষম হল। এখনই নিফটি সাড়ে হাজারের সাম্প্রতিক নিম্ন অবস্থান থেকে ১২ হাজার হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে আবার এই পর্বে প্রচুর নাটক সংগঠিত হয়েছে। তাতে হয়েছে কি সকালে ১২ হাজারের র কাছে যাওয়া নিফটি একটা সময় যথেষ্ট পড়ে ১১,৭০০– র কাছে এসে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়। এরপর আবার রাতারাতি পট পরিবর্তন হয়। ওই ১০০ পয়েন্টের মতো কমা জায়গা থেকে নিফটি বাড়ে প্রায় ৪০০ পয়েন্ট। রেকর্ডের বিচারে অবশ্য তা দেখাচ্ছিল ২০০ পয়েন্টের মতো। নিফটি উঠে যায় ১১,৯০০ র কাছে।

ভারতীয় অর্থবাজারের এই বাম্পার দৌড় সিরিজের শেষ পর্বে তাহলে কতদূর যেতে পারে সূচক? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মওকায় একবার সাড়ে ১২ হাজারের কাছে যেতে পারে নিফটি। যদিও এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি যাওয়া সম্ভব নয় নিফটির পক্ষে। সেক্ষেত্রে মুনাফা পেলে ওই জায়গায় লগ্নিকারীদের উচিত তা বুক করে নেওয়া।

অথচ মাস দুয়েক আগেই ১১,৭৫০ এর চূড়া থেকে নিফটি হুড়মুড় করে পড়ে

**অর্থনীতি**

১১,১০০ এ এসেছিল মূলত দেশের সমস্যার হাত ধরে। আবার সেই জায়গা থেকে ১১,৭০০ পর্যন্ত বাড়তেও দেখা যায় নিফটিকে। সেনসেক্সও তার নিচের অবস্থান থেকে ঠেলেঠুলে অনেকটাই ওপরে যায়। সেই সূচক ধরে রাখতে পারেনি তার ইতিবাচক অবস্থান। ফলে ফের ১১ হাজারের কাছে চলে আসে নিফটি। এমতাবস্থায় বাজারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিকই।খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখান থেকে একটা পালটা দিতে পারে সূচক। সেক্ষেত্রে নিফটি ভোট পরবর্তী আনন্দের বাহানায় আরও একবার ঠেলেঠুলে ওপরে উঠতেই পারে। সেই জায়গা থেকে সূচকের দিশা সামনের দিকে হবে না পিছনের দিকে সেটা অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হবে প্রেক্ষাপট।

এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১১ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

কথায় বলে মর্নিং শোজ দ্য ডে। সাদা বাংলায় বললে দিনের শুরুটা ভালো হলে সবাই ভবিষ্যবাণী করে থাকেন পুরো দিনটাই ঠিকঠাক যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সে কথা আদৌ খাটে না। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই সাপোর্ট যদি নিফটি বাঁচিয়ে রাখতে পারে তবে ১২–১৩ হাজারের কাছাকাছি একটা সফর হতে পারে। সেই গন্তব্যস্থল বা মিশনে পৌঁছানোর সময় গিয়ে দাঁড়াবে আগামী জানুয়ারির গোড়া বা ডিসেম্বরের শেষে।

# সাপ্তাহিক রাশিফল

**নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী**

**১৫ জুন – ২১ জুন, ২০১৯**

**মেষ :** প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

**বৃষ :** বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

**মিথুন :** ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে।প

**কর্কট :** শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

**সিংহ :** মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

**কন্যা :** বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

**তুলা :** উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

**বৃশ্চিক :** অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার মাতার পক্ষে সময়টি শুভ।

**ধনু :** খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

**মকর :** ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় যশ ও সুনাম বজায় থাকবে।

**কুম্ভ :** আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

**মীন :** শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে। ক্রোধ সংযম রাখতে হবে। স্ত্রীর চাকরির যোগ রয়েছে।

# জীবনবিমা নিগমে কেরিয়ার এজেন্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। আবেদন করতে পারেন যে কোনও জেলার তরুণ–তরুণীরাই। কেরিয়ার এজেন্টরা প্রথম বছর প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর আকর্ষণীয় কমিশন, স্কুটার, বাইকের মতো যান কেনার জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে। প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২১ জুনের মধ্যে। দরখাস্ত জমা এবং প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই অফিসগুলিতে : (১) মেট্রো সেন্টার : ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এল আই সি অব ইন্ডিয়া, সি এ বি, এইচ বি অ্যানেক্স, ৪, সি আর অ্যাভিনিউ, কলকাতা– ৭০০ ০৭২, ফোন : (০৩৩) ২২১২ ৪৫৮০, ৯৮৩৬১ ৯০১৩৪। (২) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি–১, কুইন্স ম্যানসন, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১। ফোন : ২২২৯ ৪৭৩৩/৮৯১০২ ৫৬১৮০। (৩) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এল আই সি অব ইন্ডিয়া, সি এ বি–২, জীবন সুধা, ষষ্ঠ তল, ৪২ সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৭১। ফোন : ২২৮৮ ৯৯৩৯/৯৭৩৩০ ১৭২৩৩। (৪) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি, সি এফ – ১৬৩, সেক্টর – ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৬৪। ফোন : ২৩৫৮ ৮০৪৯/৯৪৩৩০ ২১৩৬০। (৫) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি, বরানগর, ৪৮/১/সি, বি টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০২। ফোন : ২৫৫৭ ২৪২২/৮৯০০৬ ৮৬৯৩১।

# মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস এক্সামিনেশনের মাধ্যমে রাজ্যে কয়েকশো অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। ‘মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন, ২০১৯’–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর ১২/২০১৯। দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে সেপ্টেম্বরে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থী এবং দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রেই হবে।

**কাজের খবর**

কালিম্পং জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে কালিম্পং কেন্দ্রে। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হবে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন যোগ্য। বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের বাংলা না জানলেও চলবে। চাকরি হবে প্রধানত এইসব পদে : (১) অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার, (২) ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার/ ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার, (৩) ব্লক ইউথ অফিসার / মিউনিসিপ্যাল ইউথ অফিসার / বরো ইউথ অফিসার, (৪) ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার / ওয়েলফেয়ার অফিসার, (৫) ইন্সপেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার, (৬) অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার, (৭) অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার, (৮) কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস, (৯) ইন্সপেক্টর অব এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স, (১০) কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার, (১১) সেভিং ডেভেলপমেন্ট অফিসার, (১২) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবঅর্ডিনেট লেবার সার্ভিসের বিবিধ পদে, (১৩) অডিটর অব কো–অপারেটিভ সোসাইটিজ, (১৪) অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিটর, বোর্ড অব রেভেনিউ, (১৫) এক্সটেনশন অফিসার, মাস এডুকেশন এক্সটেনশন, (১৬) লেডি এক্সটেশন অফিসার, মাস এডুকেশন এক্সটেনশন, (১৭) অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস, (১৮) ইনভেস্টিগেটিং ইন্সপেক্টর এবং (১৯) রেভেনিউ ইন্সপেক্টর। বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদনের যোগ্য। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। পদ অনুসারে গ্রেড পে ৩,৬০০–৩,৯০০ টাকা।

জাতীয় স্কুল গেমস, ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে খেলাধূলার এইসব ডিসিপ্লিন থেকে : অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টস সহ, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শ্যুটিং, কবাডি এবং খো–খো। প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন, ফাইনাল এক্সামিনেশন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হল লিখিত ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। ফাইনাল করীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হবে পার্সোন্যালিটি টেস্ট। ফাইনাল এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে কোড নম্বর) : কলকাতা (০১), বারুইপুর (০২), ডায়মন্ড হারবার (০৩), ব্যারাকপুর (০৪), বারাসত (০৫), কৃষ্ণনগর (০৬), হাওড়া (০৭), চুঁচুড়া (০৮), বর্ধমান (০৯), আসানসোল (১০), পুরুলিয়া (১১), মেদিনীপুর (১২), তমলুক (১৩), ঝাড়গ্রাম (১৪), বাঁকুড়া (১৫), সিউড়ি (১৬), বহরমপুর (১৭), মালদা (১৮), বালুরঘাট (১৯), রায়গঞ্জ (২০), জলপাইগুড়ি (২১), আলিপুরদুয়ার (২২), কোচবিহার (২৩), শিলিগুড়ি (২৪), কালিম্পং (২৫) এবং দার্জিলিং (২৬)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.pscwbapplication.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ জুলাই পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত করার আগে ‘ওয়ান টাইম এনরোলমেন্ট’ করতে হবে। যদি আগেই এনরোলমেন্ট করিয়ে থাকেন তবে নতুন করে এনরোলমেন্ট করানোর দরকার নেই। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন– দু’রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইন ব্যবস্থায় ফি জমা দিতে চাইলে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করতে হবে ১ জুলাইয়ের মধ্যে এবং ব্যাঙ্ক কাউন্টারে পূরণ করা চালান–সহ নগদে ফি জমা দিতে হবে ২ জুলাইয়ের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না। আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in প্রয়োজনে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৪০০৩ ৫১০৪ (অনলাইন ফিয়ের বিষয়ে), ২২৬২ ৪১৮১ (অফলাইন ফিয়ের বিষয়ে)। হেল্প ডেস্ক : ৯৮৩৬২ ১৯৯৯৪, ৯৮৩৬২ ৮৯৯৯৪ এবং ৯০৭৩৯ ৫৩৮ ২০।

## শব্দবার্তা ১৩৩

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। বংশানুক্রমিক ৫। বজ্র, বাজ ৬। অবস্থা ৭। এক উপসর্গ ৮। পরিহাস, খেলা ১২। নব তুরস্কের নির্মাতা।

**উপর–নীচ**

১। বনিয়াদ ৩। একশত ভাগের একভাগ ৩। রান্না ৪। অতি কষ্টকর ও সংকটময় অবস্থা ৫। কে আমার — বুঝি বাহিরিল অজানারে খুঁজি ৯। জনক–জননী ১০। গৃহতল, ঘরের মেঝে ১১। বাদানুবাদ।

**সমাধান : শব্দবার্তা ১৩২**

**পাশাপাশি :** ১। বকেয়া বাকি ৫। শত্রু ৬। জমি ৭। শতপত্র ৯। উপকার ১১। বিঘা ১২। থাবা ১৩। রজনি জল।
**উপর–নীচ :** ২। কেশকলাপ ৩। কিশমিশ ৪। অপবিত্র ৮। পদপঙ্কজ ৯। উত্তরণ ১০। রবিবার।

**আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে**

**৯৮৭৪০১৭৭১৬**

# নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনে ৩৩১

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডিস্ট্রিক্ট ইউথ কোঅর্ডিনেটর, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক–কাম–টাইপিস্ট, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ সহ বিভিন্ন পদে ৩৩১ জনকে নেবে নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন। এটি কেন্দ্রের ক্রীক্ষা এবং যুব মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। ট্রেনিং–কাম–প্রবেশন ২ বছরের। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 11023/NYKS/Pers:Rect/2019.

শূন্যপদের বিবরণ : ডিস্ট্রিক্ট ইউথ কোঅর্ডিনেটর/অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর : ১৬০টি (সাধারণ ৬৫, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ১২, ও বি সি ৪৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৬)। এর মধ্যে ৭টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। গ্রামোন্নয়ন বা যুবকল্যাণ বা স্বেচ্ছা সমাজসেবার কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা।

জুনিয়র কম্পিউটার প্রোগ্রামার : ১৭টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা এম সি এ বা বি ই। এর পাশাপাশি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ও ডিজাইনিংয়ের কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে বা রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউথ ডেভেলপমেন্ট থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৩৮টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক, সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে, রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউথ ডেভেলপমেন্ট থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : দরখাস্তের শেষ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড–টু : ২৩টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে স্টেনোগ্রাফিতে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ১০০টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দের দ্রুততা এবং কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৪০টি শব্দ বা হিন্দিতে ২৫টি শব্দ টাইপিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউথ ডেভেলপমেন্ট থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : দরখাস্তের শেষ তারিখে ১৬ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : ৫৮টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ৬টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি কম। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে অ্যাকাউন্টসের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউথ ডেভেলপমেন্ট থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স করে থাকলে, ন্যাশনাল সার্ভিস ভলান্টিয়ার বা রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনা যোজনা ভলান্টিয়ার বা ন্যাশনাল ইউথ কার ভলান্টিয়ার হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : দরখাস্তের শেষ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ১২টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক, সঙ্গে টাইপরাইটারে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ২৫টি শব্দ অথবা কম্পিউটারে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : দরখাস্তের শেষ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ : ২৩টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। হোম গার্ড এবং সিভিল ডিফেন্সে বেসিক অ্যান্ড রিফ্রেশার কোর্স করে থাকলে ন্যাশনাল সার্ভিস ভলান্টিয়ার হিসেবে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : দরখাস্তের শেষ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা।

তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্সোন্যাল ইন্টারভিউ, টাইপিং স্কিল ও স্টেনোগ্রাফি টেস্টের মাধ্যমে। ডিস্ট্রিক্ট ইউথ কোঅর্ডিনেটর পদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে রিজনিং, জেনারেল নলেজ, ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং ইন্ডিয়ান ইকনমি, সোশ্যাল, কালচারাল, লিগাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, কমিউনিটি অ্যান্ড ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিষয়ে। অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে রিজনিং, অ্যাকাউন্টেন্সি, ইংরেজি, কম্পিউটার নলেজ এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে প্রশ্ন হবে। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও স্টেনোগ্রাফার এবং জুনিয়র কম্পিউটার প্রোগ্রামার পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.nyks.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০ x ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালির সই (১৪০ x ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২৪০ x ২৪০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং হাতে লেখা ডিক্লারেশন (৮০০ x ৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ৫০–১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অনলাইন পদ্ধতিতে ফি বাবদ দিতে হবে ৭০০ টাকা (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৫০ টাকা)। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/ মায়েস্ত্রো), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

এই নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীরা খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

# কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার কোর্সে ভর্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত এক বছরের কোর্সটি দুটি মডিউলে বিভক্ত। প্রথমটি অর্ডিনারি তথা ‘ও’ লেভেল কোর্স। কোর্স শেষে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশনের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, এই কোর্সে সিভিল কনস্ট্রাকশন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বড় নির্মাণ প্রকল্পে প্রশিক্ষিতদের চাকরির ভালো সুযোগ রয়েছে।

প্রতি মডিউলের ফি ৬,৫০০ টাকা। অর্থাৎ ১ বছরের মোট ফি ১৩,০০০ টাকা।

ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা : অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), আই এ–১১, সল্টলেক (১৩ নম্বর জলের ট্যাঙ্কের কাছে), সেক্টর – থ্রি, কলকাতা – ৭০০ ০৯৭।

আতস কাঁচে

## পথেই প্রসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সুন্দরবন সহ ক্যানিং মহকুমা এলাকায় রোগীদের নিয়ে যাওয়া আসার জন্য আগে একাধিকবার অভিযোগ তুলেছিলেন রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। কখনও যাতায়াতের ভাড়া আবার কখনও অত্যধিক দেরি করে অ্যাম্বুল্যান্স আসার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে রোগী এবং তার পরিবারের লোকজন। অভিযোগ মঙ্গলবার একাধিক বার অ্যাম্বুল্যান্স ড্রাইভারকে ফোন করে গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও কোনও সুরাহা না হওয়ায়, নিরুপায় হয়ে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা মহিলাকে অবশেষে গ্রামের একটি মোটরচালিত ইঞ্জিন ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই রাস্তায় প্রসব হয়ে কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন প্রমিলা সরকার নামে এক গৃহবধূ স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পার্বতীপুর এক নম্বর গ্রামের বাসিন্দা পিন্টু সরকার। তাঁর স্ত্রী প্রমিলা সরকার সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স কে একাধিকবার ফোন করে না পাওয়ায় ইঞ্জিন চালিত মোটর ভ্যানে হাসপাতালে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই প্রসব হয়ে যায়। পরে অবশ্য মা ও সদ্যজাত শিশুকন্যা কে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। বর্তমানে মা ও তার সদ্যজাত শিশুকন্যা সুস্থ রয়েছেন। এমন ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ঠিকমতো না পাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সুন্দরবন সহ ক্যানিং মহকুমা এলাকার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে।

## ওঝা–গুণীনে বিশ্বাস! মৃত্যুমুখী রোগী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ডাক্তার বদ্যি দূরের কথা, পরিবারের লোকজন ওঝা–গুণীন ছাড়া অন্য কিছুই বিশ্বাস করেন না! ওঝা–গুণীনের উপর দীর্ঘদিন ধরেই অগাধ বিশ্বাস করে আসছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার সুভাষ গ্রামের পেটুয়া পাড়ার মণ্ডল পরিবার। ওঝা–গুণীনের উপর অগাধ বিশ্বাসের ফল এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা স্বত্বেও হার মানতে নারাজ মণ্ডল পরিবারের লোকজন। গত রবিবার কাজ সেরে মেঠো পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বছর কুড়ির যুবক সঞ্জয় মণ্ডল, ঠিক তখনই মাঠের মধ্যে রাতের অন্ধকারে তার ডানপায়ে একটি সাপ কামড় দেয়। কোন প্রকারে বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনদেরকে সঞ্জয় জানায় যে তাকে মাঠের মধ্যে সাপে কামড়েছে। পরিবারের লোকজন সঞ্জয়কে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে ওঝা তার কেরামতি চালাতে থাকে দীর্ঘক্ষণ। ইতিমধ্যে সঞ্জয় মন্ডলের অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন স্থানীয় সুভাষগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই সাপে কামড়ানো রোগীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে সেখান থেকে বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। আবার বাঙুর হাসপাতালের চিকিৎসকরা বেগতিক বুঝে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

বিভিন্ন হাসপাতাল ঘোরাঘুরি করে অবশেষে সঞ্জয় মন্ডলের পরিবারের লোকজন নিজেদের দায়িত্বে সোমবার চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসলে, রোগীর অবস্থা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আবার মঙ্গলবার সকালে ক্যানিংয়ের এক ওঝার বাড়িতে নিয়ে যান। রোগীর অবস্থা শোচনীয় দেখেই ওঝা অবশ্য তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এত ঘটনার পর মহাফাঁপরে পড়ে পরিবারের লোকজন সঞ্জয়কে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ক্যানিং হাসপাতালের চিকিৎসকরা বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে পড়লে মঙ্গলবারেই কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ওই সাপে কামড়ানো রোগীর বাবা বিশ্বনাথ মন্ডল, জামাইবাবু বাপ্পা মিস্ত্রীরা রোগীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার আগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে চিকিৎসা বিশ্বাস করি না, ওঝা গুণীন বিশ্বাস করি।

সরকারি বেসরকারি ভাবে প্রচার সত্ত্বেও আজও বহু গুণীন আড়ালে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি মানুষের মৃত্যু মুখে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। কবে সচেতন হবে একবিংশতি শতাব্দীর এমন শিক্ষিত সভ্য সমাজ? এমন প্রশ্ন চিহ্ন অবশ্য রয়েই গেছে অন্যদিকে পরিবারে জেদের কাছে হার মেনে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অসহায় যুবক সঞ্জয় মন্ডল।

## নাতনি–ঠাকুমাকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের কলাহাজারার ইটভাটা গ্রাম থেকে দিন তিনেক আগেই নাতনি– ঠাকুমা দুজনে মিলেই জীবনতলা থানার হোমরা পলতা এলাকার এক আত্মীয় সুলতা দাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে ঠাকুমা আরতি রাউ ও নাতনি রত্না রাউ গোসাবায় আরও এক আত্মীয় কল্পনা জানার বাড়িতে যাওয়ার জন্য জীবনতলা থানার হোমরা পলতা থেকে রওনা দিলে ক্যানিংয়ে থুমকাঠি এলাকায় এসে পথ হারিয়ে ফেলেন।

এদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নাতনি ঠাকুমা কে খোঁজার প্রয়োজন মনে করেন নি। পরিবারের সদস্যরা জানতে আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়িয়ে দিনদশেক পর বাড়িতে ফিরবেন।

এদিকে পথ ভুলে আরতি রাউ ও রত্না রাউ ক্যানিংয়ের থুমকাঠি এলাকায় একটি মন্দিরে আশ্রয় নেন। স্থানীয় লোকজন দিন তিনেক আগে দুজন অপরিচিত মহিলা দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেন। ক্যানিং থানার পুলিশ ঠাকুমা আরতি রাউ ও তাঁর নাতনি রত্না রাউ কে মন্দির চত্বর থেকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঠাকুমা–নাতনি জানায় তারা পথ ভুলে অসহায় ভাবে এই মন্দির চত্বরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ক্যানিং থানার পুলিশ দুজন কে উদ্ধার করে সোমবার বাসন্তী থানার কলাহাজরা গ্রামের ইটভাটা এলাকায় তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেন।

সঠিক ঠিকানায় নিজের বাড়িতে পৌঁছাতে পেরে আরতি দেবী বলেন, এলাকার লোকজন এবং পুলিশের সাহায্যে বাড়িতে ফিরতে পেরেছি ভালো লাগছে।ওঁনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিবারের সদস্যরা এমন ঘটনার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেও তাঁরা বলেন পুলিশের মানবিকতায় আজ আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের কে আমাদের কাছে ফিরে পাওয়ায় আমরা পুলিশের এমন মানবিকতা কাজের জন্য কৃতজ্ঞ।

# চিকিৎসার অভাবে বধূর মৃত্যু

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং :** চিকিৎসার অভাবে এক গৃহবধূর মৃত্যু অভিযোগ তুললেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। বুধবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় শিখা গোমস্তা নামে বছর চল্লিশের এক গৃহবধূর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকেই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের কর্ম বিরতি চলার কারণে একের পর এক হাসপাতালে ঘুরে ও রোগীকে ভর্তি করাতে না পেরে বুধবার সকালে আবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানেই বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে গত পাঁচ ছয়দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। জ্বর না কমায় এলাকার ওষুধের দোকান থেকে জ্বরের ওষুধ এনে খেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও জ্বর ঠিকমত না কমায় অবশেষে মঙ্গলবার ঘুঁটিয়ারি শরিফ ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি হন তিনি। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রোগীর পরিবার তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে শিখা দেবীর রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও করা হয়। কিন্তু সেভাবে কিছু ধরা পড়েনি বলে জানা যায়। কিন্তু অন্যদিকে সময় যত গড়াতে থাকে ততই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে কর্ম বিরতি চলার কারণে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকতেই পারেন নি রোগীকে নিয়ে। সেখান থেকে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল সহ কলকাতার একের পর এক সরকারি হাসপাতালে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি। সব জায়গাতেই চিকিৎসকদের বিক্ষোভের জেরে বিমুখ হতে হয় শিখা দেবীকে। অবশেষে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বুধবার ভোর রাতে আবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । সেখানেই ঘণ্টা পাঁচেকের চিকিৎসার পর বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মারা যান ওই গৃহবধূ। মৃতার পরিবারের দাবি, চিকিৎসার অভাবের কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এই ঘটনায় মৃতার পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এ বিষয়ে মৃতার ভাইপো শ্যামল গোমস্তা বলেন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে রেফার করার পর কলকাতার একের পর এক সরকারি হাসপাতালে গিয়েছি আমরা। সেখানে আমাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। আমরা গরিব পরিবার কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে পারিনি রোগীকে। তাই বাধ্য হয়েই রাতে আবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসি চিকিৎসার জন্য। এখানেই মারা যায় কাকিমা। দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়েই ওনার মৃত্যু হয়েছে। যদি কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন উনি,তাহলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতো না।

## বন্ধ চিকিৎসা পরিষেবা, হয়রানির শিকার মানুষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে চিকিসক নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিসা পরিষেবা বন্ধ রাখলেন চিকিসকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গুরুত্বপূর্ণ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এদিন সকাল থেকেই বহির্বিভাগে কোনরকম চিকিসা পরিষেবা পাননি রোগীরা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন প্রতীকী ধর্মঘট হলেও হাসপাতালেই রোগীরা চিকিসা পেয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেকটাই নির্ভর করে এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের উপর। কিন্তু কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে চিকিসক নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে এই হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিসকরা এদিন সকাল থেকে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিসা পরিষেবা বন্ধ রাখলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আউটডোর খোলা থাকলেও দেখা মেলেনি চিকিসকের।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ বিমান সরকার বলেন অন্যান্য দিনের মতোই বহির্বিভাগে চিকিসা পরিষেবা চালু আছে। যদিও এই হাসপাতালে চিকিসা করাতে আসা রোগীরা জানিয়েছেন সকাল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁ।য়িয়ে থেকে ও চিকিসা পরিষেবা পাওয়া যায় নি।

# সেতু ভাঙার সিদ্ধান্ত

**মলয় সুর :** শতাব্দী প্রাচীন বামনগাছির রেল ওভার ব্রিজ ভেঙে ফেলবে রেল কোম্পানি। সালকিয়া–মুম্বই রোড সংযোগকারী বেনারস গিয়েছে এই ব্রিজের উপর দিয়েই। ব্রিজটি ভাঙার আগে তার পাশে তৈরি হচ্ছে নতুন একটি ব্রিজ। নতুন ব্রিজটি দুই লেনের হবে। যা তৈরি করতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। এই টাকা খরচ করতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। নতুন ব্রিজটি তৈরির পর পুরনো ব্রিজটি ভেঙে ফেলার পর সেখানে আবার দুই লেনের ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে সেই খরচ জোগাতে হবে রাজ্য সরকারকে। বছরের প্রথমে ব্রিজের কাজের টেন্ডার দেওয়ার পর এখন কাজ শুরুর মুখে। হাওড়ার ডি আর এম ইশাক খান বলেন, আগামী দেড় বছরের মধ্যে নতুন ব্রিজের কাজ শেষ করা হবে। শতাব্দী প্রাচীন এই ব্রিজটি ১১৪ মিটার। তিনটি স্প্যান রয়েছে। প্রথমটি ২৪ মিটার, দ্বিতীয় স্প্যানটি ৬৬ মিটার ও তৃতীয়টি ২৪ মিটার। নতুন ব্রিজটি আই আর সি কোড অনুযায়ী 'বোস্ট্রিং ধাঁচের হবে। তবে বর্তমানের রেলের আওতায় হাওড়া ডিভিশনে যাতায়াতকারী সব লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন চলে। ওভারহেডের তার প্রায় ব্রিজের তলা ঘেঁষে। ফলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য নতুন ব্রিজটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উঁচু করে তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। হাওড়া শহরকে একসময় বাংলার শেফিল্ড বলা হতো। নানা শিল্প কারখানা সহ মানুষজনের যাতায়াতের জন্য এই ব্রিজটি তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সরাসরি সংযোগকারী বেনারস রোডের উপর ব্রিজ এটি। এছাড়া হাই রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে গেলে বিকল্প রাস্তা দক্ষিণেশ্বর হয়ে দিল্লি রোডই ভরসা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় ছোট বড় মিলিয়ে দৈনিক দশ হাজারের উপর যান চলাচল করে। রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ জানিয়েছেন, ব্রিজটি বয়সের ভারে কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে এই ব্রিজকে রেল রাখতে চায় না। ফলে তা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন এক সুবিধা মিলবে কাছে।

## ক্যানিংয়ে বিজেপি যুব মোর্চার মৌন মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত শনিবার সন্ধ্যায় সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার ভাঙিপাড়ায় সুকান্ত মণ্ডল ও প্রদীপ মণ্ডল নামে দুই বিজেপি কর্মী খুন হন। সেই ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন ও কালা দিবস পালনের ডাক দেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং শহরে বিজেপির যুবমোর্চা শাখা সংগঠনের কর্মীরা মৌন মিছিল ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালিতে দলীয় কর্মী খুনের ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং শহরে মৌন মিছিল করলেন বিজেপির যুবমোর্চার কর্মী সমর্থকরা। মৌন মিছিলের পর ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে দশ মিনিটের প্রতীকী পথ অবরোধ ও করেন তাঁরা। এ বিষয়ে এলাকার বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক বিজেপি কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করছে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী। এ রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই। স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। এদিন বিজেপি কর্মীদের দশ মিনিটের পথ অবরোধের ফলে এলাকায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা স্বাভাবিক হয়। বিজেপির এই কর্মসূচি ঘিরে যাতে কোনরকম কোন অশান্তি না ছড়ায় সেই কারণে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এলাকায়।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার যুবমোর্চার সভাপতি সুমন দত্ত,দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার যুবমোর্চার সহ সভাপতি অসিত মন্ডল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার সম্পাদিকা মিতা হালদার,অজয় বায়েন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব

## বিজেপি কর্মী খুনের প্রতিবাদে মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিজেপি কর্মী খুনের প্রতিবাদে ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি মৌন মিছিল করল। জামাই ষষ্ঠীতে এসে জামাই খুন, বাংলা ছাড়ো তৃণমূল, বাংলা ছাড়ো গণতন্ত্র হত্যাকারী তৃণমূল, পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও– এমনই বেশ কিছু ব্যানার পোষ্টার নিয়ে সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মী খুন হওয়ার ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজপথে মৌন মিছিল করল ক্যানিং বিজেপি।

সোমবার বিকালে ক্যানিংয়ের বিজেপি কর্মী তাপস চ্যাটার্জী, দীপক হাওলাদার, পবিত্র পাত্র'দের নেতৃত্ব ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক প্রতিবাদ মৌন মিছিল হয় ক্যানিং শহরে। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন আগাম সতর্কতা নিয়ে কড়া প্রহরায় বিজেপির প্রতিবাদ মৌন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। এদিন প্রতিবাদ মৌন মিছিল ক্যানিংয়ের ঘোষপাড়া, ক্যানিং পুরাতন বাজার হয়ে সমগ্র ক্যানিং শহর পরিক্রমা করে। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের বিজেপি নেতা সুমন সরদার, প্রতিশ্রুতি দেবনাথ, অভিজিত বর্মন এর নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে জ্যোতিষপুর অঞ্চলের সুন্দরবন হাইস্কুল থেকে নতুনহাট বাজার পর্যন্ত মিছিল করে ব্ল্যাক ডে পালন করা হয়। পাশাপাশি সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মী খুন হওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে এক প্রতিবাদ মিছিল হয় সমগ্র ক্যানিংয়ের তালদি বাজার এলাকায়। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি এসটি এসসি সেলের জেলা সহসভাপতি নিরঞ্জন গায়েন, ক্যানিং ৪ নং মন্ডলের সম্পাদক অভিজিৎ মৃধা, যুবমোর্চার সভাপতি রাম দাস সহ অন্যান্যরা।

তলানিতে ঠেকা জনসমর্থন ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে

# দাঁইহাটে তৃণমূলী পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে নামল সিপিএম

**দেবাশিস রায়, কাটোয়া:** রাজ্যজুড়ে সিপিএমের প্রতি জনসমর্থন তলানিতে ঠেকেছে। বিরোধীদের রাজনৈতিক দূরবীনে সিপিএমকে কোথাও নাকি দেখা যাচ্ছে না। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলায় এখন গেরুয়া শিবিরের দাপট। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে জব্দ করার খেলায় বিজেপিকে তলে তলে নিজেদের জনসমর্থনের ভান্ডার উপুর করে দিতে গিয়ে সিপিএম আজ নিজেই কার্যত নিঃস্ব। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ফলাফলের নিরিখে সেটাই প্রমাণিত কঠিন সত্য। আগামী আট–ন' মাসের মধ্যে রাজ্যজুড়ে পুরসভার নির্বাচন। পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন। পরপর এই দুই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থন কীভাবে ফিরে পাওয়া যায় তাই নিয়ে সিপিএমের সর্বস্তরে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও সিপিএমের বিভিন্ন স্তরে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। জানা গেছে, ওইসব পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মানুষের জন্য ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে নামাটাই একমাত্র পথ। সেইমতো মানুষের নানাবিধ অভাব ও অভিযোগকে হাতিয়ার করে সিপিএম জনসমর্থন ফিরে পাওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবসে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরসভায় ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিপিএমের কাটোয়া ২ এরিয়া কমিটি।

এদিন সিপিএমের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন কর্মসূচির মাধ্যমে দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যানের উদ্দেশে একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়। আট দফা সম্বলিত ওই দাবিপত্রে হাউস ফর অল প্রকল্পে নাগরিকদের বকেয়া অর্থ দ্রুত প্রদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারি জায়গায় বসবাসকারীদের পাট্টা দেওয়ার দাবি রয়েছে। নাগরিকদের কাছ থেকে পুরসভার নেওয়া ডোনেশনের বিষয়টি প্রকাশ্যে জানানোর দাবি তোলা হয়েছে। ট্যাপলাইনের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের দাবিটিও গুরুত্ব পেয়েছে। একইসঙ্গে বর্ষার আগে শহরজুড়ে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ শুরু করার দাবিও জানিয়েছে সিপিএম।

এদিন বিকেলে উক্ত ডেপুটেশন কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন দাঁইহাট পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিদ্যুবরণ ভক্ত। তিনি এবং সিপিএমের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এদিন দাঁইহাট পুরভবনের সামনে জমায়েত শতাধিক দলীয় কর্মী–সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয়ে সরব হন। বিদ্যুবরণ ভক্ত বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ড বহুক্ষেত্রে কোনওরকম নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই কাজ করে চলেছে। পুরবোর্ডের বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না। প্রকৃত কোনও উন্নয়ন নেই। বাসিন্দারা ট্যাপের নোংরা জল পান করেন। বিভিন্ন রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই হয় না। বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের ঝোপঝারে ছেয়ে রয়েছে বিভিন্ন রাস্তা। সবার আগে এসবের উন্নয়ন প্রয়োজন হয়।

পুরচেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল বলেন, আমি সিপিএমের দাবিগুলো খতিয়ে দেখে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছি। তবে, আমাদের প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো পাইপলাইনের মাধ্যমে এর থেকে পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়া আর সম্ভব নয়। পার্থেনিয়াম গাছ সহ জঞ্জাল সাফাইয়ে জোর দেওয়া হবে।

এদিকে, দাবিগুলো পূরণে সিপিএমের পক্ষ থেকে পুরচেয়ারম্যানকে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেকারণে আগামী ২৮ জুন পুনরায় দাঁইহাট পুরসভায় জবাবদিহি কর্মসূচি রয়েছে সিপিএমের। এবার থেকে নানা ইস্যুতে সিপিএমের এমনতর ধারাবাহিক কর্মসূচি থাকবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, সিপিএমের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ফিরে পেতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে।

# রাজ্যে বিজেপির প্রথম পুরবোর্ড ছাব্বিশ বছর আগে

মুখোমুখি

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** সময়টা ১৯৯৩ সাল। আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে। পশ্চিমবঙ্গে তখন জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে বামফ্রন্টের সূর্য মধ্যগগনে। এরকমই একটি সময়ের পুর নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাওড়া পুরসভা গোটা রাজ্যকে অবাক করে দিয়ে দকল করল বিজেপি। সে সময়ে রাজ্যে তো নয়ই ভারতবর্ষেও বিজেপির উল্লেখযোগ্য উত্থান হয়নি। তবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি মিটিং মিছিল করলেও পশ্চিমবঙ্গে সংগঠন করা রীতিমতো বুকের পাটায় দম থাকার দরকার ছিল। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনও পুরসভা দখল করা এবং বোর্ড গঠন করে তাকে পাঁচ বছর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বলতে গেলে প্রায় গিনেস বুকে নাম তোলার মতো ঘটনা। আর এই ঘটনাটাকেই বাস্তবায়িত করেছিল শিব রতন কোঠারি। তৎকালীন হাবড়া পুরসভা ছিল ১৯টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট। বর্তমানে যা বেড়ে হয়েছে চব্বিশ। ১৯৯৩ সালের পুর নির্বাচনে শিব রতন কোঠারির নেতৃত্বে উনিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০টি ওয়ার্ড দখল করে বিজেপি। বামফ্রন্ট পায় সেবার ৯টি ওয়ার্ড। বোর্ড গঠন করে বিজেপি। এবং পুর প্রধান হন শিব রতন কোঠারি। হাবড়া বাজারের ১ নম্বর গলিতে শিবরতনবাবুর কাপড়ের দোকান। মূলতঃ রাজস্থানি শিবরতন বাবুদের পৈতৃক ব্যবসা ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তাঁর ষোল বছর বয়সের সময় বাবা হাজারি মল কোঠারির মৃত্যু হয়। দেশভাগের সময় ১৯৫০ সালে কাকা কিষণলাল কোঠারির হাত ধরে এদেশে আসেন এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ায় বসতি স্থাপন করে এবং ব্যবসা শুরু করেন।

এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে এমনটাই জানালেন, এই অশীতিপর ব্যবসায়ী তথা হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শিবরতনবাবু। এদিনহাবড়া পুরসভা দখল, বোর্ডগঠন এবং তৎকালীন কাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৯৩ থেকে '৯৮ পর্যন্ত পুরো পাঁচ

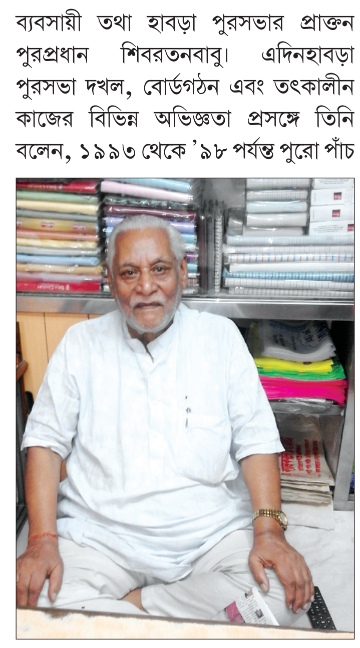

বছর হাবড়া পুরসভা বিজেপি পরিচালিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে হাবড়া পুরবোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রথম খাতা খোলে বিজেপির। তার আগে এখানে বিজেপির কোনও অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললে চলে।

চারদিকে তখন সিপিএম তথা বামফ্রন্টের রমরমা বাজার। তাকে ভেঙে তছনছ করে ছাব্বিশ বছর আগে এই পুরবোর্ড গঠন হয়। এখনও হাবড়ার মানুষ ওই পাঁচ বছরকে মনে করে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং ভারতবর্ষের কংগ্রেসের সরকারের থেকে জোর করে সাহায্য আনা হতো। সিপিএম অনেকভাবে এই বোর্ডকে ভাঙার চেষ্টা করেছিল। পুরসভার কাজে নানা বাধা–বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। অনেক ঘাত–প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু সব উপেক্ষা করে কাজ করে গিয়েছি পুর নাগরিকদের জন্যে। মানুষ সেদিনের কাজকে আজও মনে রেখেছে। কারণ আমি একজন ব্যবসায়ী। তাই হিসাব ভাল বুঝি। এজন্য একশ টাকা পেলে তা পুরোটাই উন্নয়নে ব্যয় করতাম।' স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন কুমার দে বলেন, 'শিবরতন কোঠারি নিঃসন্দেহে একজন সফল ও জনপ্রিয় পুরপ্রধান ছিলেন।' হাবড়া স্টেশনের জনৈক ব্যবসায়ী অমলকুমার সাহা বলেন, 'তখন বিজেপির বিভিন্ন মিটিং–মিছিলে যেতাম। কিন্তু এত লোক যে কোথা থেকে আসত তা বুঝতে পারতাম না।' ভারতবর্ষে আরও একবার মোদী সরকার ফিরে আসা প্রসঙ্গ শিবরতনবাবু বলেন, ভারতবর্ষে বিজেপির এই উত্থানটা কাজ দেখে হয়েছে। একারণে এবার বিজেপি এককভাবে ৩০৩টি এবং এনডিএ ৩৫২টি আসন লাভ করেছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে অভাবনীয়ভাবে ১৮টি আসন পেয়েছে বিজেপি। এবং এই জয়কে একেবারে ধর্মীয় মেরুকরণ বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। এই সাফল্য অনেকাংশেই কাজের নিরিখে বলেই আমার মনে হয়। আশা করি এবার আরও ভাল কাজ হবে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৫ জুন – ২১ জুন, ২০১৯

# রাম নামের যুক্তিহীন অ্যালার্জিতে রাজ্যে অবাঞ্ছিত ঘটনা বাড়ছে

নির্মল গোস্বামী

৭০-এর দশকে একটা জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা হয়েছিল 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'। সেই ছবিতে একটা গান ছিল 'দেখো ও দিবানো তুম এ কাম না করো/রাম কা নাম বদনাম না করো'। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে বিজেপির 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি প্রসঙ্গে শাসক দল যেন ওই কথাটাই বলতে চাইছে বিভিন্ন ভাবে। শাসক দলের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন ভাবে বিজেপির জয় শ্রীরাম ধ্বনির বিরোধিতা করছে। কেউ বলছে ধর্মকে রাম নীতির সঙ্গে কেন মেশাবে। কেউ বলছে জয় শ্রীরাম ধ্বনিকে এমনভাবে ব্যবহার করছে যে, কানে শুনলেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ বলছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে একদল উগ্র যুবক মাতামাতি করছে, তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে। ফলে 'জয় শ্রীরাম' শাসক দলের না পসন্দ। এই ধ্বনিকে কেন্দ্র করে নানা স্থানে গণ্ডগোল হচ্ছে। কেউ মনে করছে তাকে অপমান করার জন্য বলছে। আবার কেউ ভাবছে জয় শ্রীরাম বলে তাকে গালাগাল দিচ্ছে। বিজেপির সমস্ত নেতারা ডায়াসে বক্তৃতার আগে পরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেয় অনেক কাল আগে থেকেই। এমন নয় যে ১৮ আসন পেয়েই তারা এই স্লোগান নতুন ভাবে তৈরি করল। সেই যখন ২টো আসন পেয়েছিল এবং যখন এই বঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচনে লড়ে ছিল তখনও এ রাজ্যের নেতা তপন শিকদারের মুখেও জয় শ্রীরাম ধ্বনি শোনা যেতো। তখন কিন্তু শাসক দল এই রাম নামের ভালোমন্দ নিয়ে কোনও কথাই বলেনি। এখন বিজেপি ১৮টা সিট পেতেই শাসক দল ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছে রামকে। তারা ভাবছে বোধ হয় রাম নামের মহিমাই বিজেপির নির্বাচনী তরী পার করে দিয়েছে। রাম ত্রেতা যুগের অবতার পুরুষ, স্বয়ং নারায়ণ। তাঁর নাম তো যে কেউ নিতে পারে। শাসকদল বা অন্য দলের নেতারা মুখে রাম নাম বলতে পারছে না কারণ তা হলে তা বিজেপির নকল হয়ে যাবে। আবার যারা মেকী ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি আওড়ায় তাদের মুসলিম ভোট কেটে যাওয়ার ভয় আছে। ফলে এই সব দলগুলো পড়েছে উভয় সঙ্কটে। নিজেরা বলতেও পারছে না আবার বিরোধ করতেও পারছে না।

ভারতবর্ষে এবং বাংলাতেও রাম নামের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের প্রতিদিনের জীবন চর্চায় মিশে গেছে এই নাম। ছোটবেলায় দেখেছি একজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলে উভয় উভয়কে রাম রাম বলে কপালে হাত ঠেকাতো। এটি ছিল প্রাথমিক সম্বোধন। তারপর ধরুন তখনকার লোকেরা টাকা বা অন্য কোনও বস্তু গুনতে গেলে এক, দুই না বলে রাম, দুই এইভাবে গোনা শুরু করত। বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত হলে ঘরে ঘরে শাঁখ বাজতো আর মুখে রাম রাম ধ্বনি উচ্চারণ করত। রাত্রিবেলা গ্রামের অন্ধকার পথে যেতে যেতে ভূতের ভয় লাগলে মুখে জোরে জোরে রামনাম করতে করতে চলে যেতো মানুষরা। এর থেকে প্রমাণ হয় যে রাম নাম ভয় এবং শঙ্কা হরণের কাজ করে। সংসারী মানুষেরা সংসারের কাজে মগ্ন থেকে ভগবানের নাম নেওয়ার সময় পায় না। তাই প্রতিদিনের কাজের মাঝেও যাতে তাঁর নাম স্মরণ হয় সেই জন্য রাম বলে গোনা শুরু করত।

রাম যদি ভগবান হয়, তবে ভগবানের নাম নেওয়ার কোন অধিকারী ভেদ থাকতে পারে না। অর্থাৎ কারা তাঁরা নাম করবে তার কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। ধনী, নির্ধনী, পাপী-তাপী, গুণ্ডা, বদমাশ, চোর জোচ্চোর, সকলেই তাঁর নাম করতে পারে। ভগবানের নামে সকলের সমান অধিকার। একটা উদাহরণ দিলে পাঠকরা পরিস্কার করে বুঝতে পারবেন।

আমরা জানি এই বাংলাকে বলা হয় কালী ক্ষেত্র। রাম প্রসাদ, কমলাকাণ্ড, বামাক্ষ্যাপা, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব সাধকরা কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমরাও বাড়িতে কালী আরাধনা করি। আবার একথা আমরা সবাই জানি যে বাংলার দুর্ধর্ষ বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাতরাও কালী আরাধনা করত। মায়ের কাছে বলি দিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করে তবে ডাকাতি করতে বের হতো। সমাজে কি এই প্রশ্ন কোন দিন উঠেছে যে ডাকাতরা কেন কালী আরাধনা করবে? ওঠে নি। উপরন্ত আজও কোথাও কোথাও সেই ডাকাত পূজিত কালীকে আমরা অত্যন্ত ভক্তি ভরে পূজা করি।

দোকানে ভগবানের ছবি রেখে- প্রতিদিন ধূপধুনো দিয়ে পুজো করে কেউ সুদের ব্যবসা করছে, কেউ কালোবাজারি করছে, কেউ ভেজাল দ্রব্যের ব্যবসা করছে। অসাধু ব্যবসায়ী মঝে মাঝে ধরা পড়ে- কিন্তু না প্রশাসন না সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করে না যে ওই ব্যবসায়ী কেন ভগবানের পুজো করে? ওর পুজো করার অধিকার নেই।

রত্নাকর দস্যু রাম নাম জপ করতে করতে বাল্মিকী হয়েছিলেন। পৃথিবীর আদি কবি তিনি। ফলে বিজেপির গুন্ডারা যদি রাম নাম করে, রামের নামে জয়ধ্বনি দেয় তাহলে কে বলতে পারে রাম নামের মহিমায় তারা এক দিন সু নাগরিক হবে না? ফলে তাদের বাধা না দিয়ে আরও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যাতে তারা বেশি বেশি করে রামের নামে জয়ধ্বনি দেয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।' প্রতিদিনের প্রতিকাজের মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারলে জীবন ধন্য হয়। আর আমার কর্মে যাতে সফলতা পায় তার জন্য ঈশ্বরের স্মরণ নিয়ে কাজ শুরু করি। তাই যারা রাম ভক্ত তারা যদি মিটিং মিছিল আন্দোলনের মাঝে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ভগবানের নাম করে যাতে তাদের সেই কাজটা সফল হয়, তা দোষের হবে কেন?

বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ রাজনীতিতে 'ধর্ম' 'ঈশ্বর' কেন আসবে? পাল্টা প্রশ্ন করা যায় তবে কি 'অধর্ম' 'শয়তান' আসবে রাজনীতিতে? বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা ঈশ্বরের নামে শপথ নেয়। সেটা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে রাজনীতিতে ঈশ্বরের নাম নিলে অযৌক্তিক বা অপরাধহবে কেন? মানব জীবনে ধর্মের পরিসর ঠিক কতটা সে আমরা সচেতন ভাবে সব সময় অনুধাবন করতে পারি না। জীবনে রাজনীতির পরিসর সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি। ধর্মের পরিসর বৃহৎ, রাজনীতির পরিসর ক্ষুদ্র। তাই রাজনীতির পরিসরে ধর্ম ঢোকে না। ধর্মের পরিসরে রাজনীতি ঢুকে যায় সময়ে সময়ে। উদাহরণ হরিনামে বাধা দূর করার জন্য স্বয়ং চৈতন্যদেবকে গণ-আন্দোলনের পথে যেতে হয়েছিল। এবং তিনি সফল হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে গণ আন্দোলনের পথিকৃত তিনি। তাই ধর্ম আর রাজনীতির বিরোধ খুঁজে বেড়ানো মুর্খামী। চাইলে রাজনীতিকরা ধর্মের পাবন পরশে রাজনীতিকে শুদ্ধ ঋদ্ধ করে নিতে পারে। ফলে রাম-রহিম- আল্লা-হরি কেউই বোধহয় রাজনীতিতে ব্রাত্য নয়। এইসব ধর্মীয় পুরুষদের জীবন চরিত ঘাটলে দেখা যায় প্রত্যেকেই এক একজন সফল রাজনীতিবিদ। রাজনীতিতে সমসাময়িক রাজনীতিবিদরা থাকবে, ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদরা থাকবে, আর প্রাগ ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদরা থাকলেই সব মাটি হয়ে যাবে। এ যুক্তি ঠিক কি?

পৃথিবীতে অনেক মুসলিম দেশে ধর্মীয় আইন মেনেই দেশের শাসনব্যবস্থা চলছে। শরিয়তের সেই আইনই তাদের আইন। সেই সব দেশ কি বাকি পৃথিবীতে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। ধর্ম আর রাজনীতি তাদের অভিন্ন বলে জাতিসংঘে তারা কি স্বীকৃত হয়েছে?আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। সেকুলর আইন, খুব ভালো কথা। তাই বলে রাজনীতির নিজস্ব আঙিনায় শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যাবে না, এ কথা গায়ের জোরে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু তার ফল কি হয় তা আমরা হাতে গরম প্রমাণ পেলাম। রাম নামের মহিমায় মুখ্যমন্ত্রীকে বাতানুকুল গাড়ি থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও পথের ধূলায় নামতে হল।

# মমতা বনাম মমতা

এ যেন এক অসুস্থ রোগীর তীব্র জ্বর হয়েছে। প্রায় ১০৬ ডিগ্রি। ডাক্তারবাবু নিদান দিলেন প্যারাসিটামলের। হঠাৎ জ্বর ধাঁ করে নেমে এলো ৯৮ ডিগ্রিতে। হ্যাঁ ঠিক এটাই, বহু মানুষ মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এমন ভাবনা ভাবছেন। অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা লড়াকু নেত্রী মমতার বিজয় রথ রূপকথা তুলল। দেশে বিদেশে মমতার সুখ্যাতি সাধারণ বাঙালি, ভারতবাসী হিসাবে বারংবার গর্বিত করেছে। বিগত কয়েকমাস রাজনৈতিক উত্থান পতনের পর অতি সম্প্রতি রাজ্যের নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি দেখে মনে হয় আজ সেই মমতার সঙ্গে আজকের মমতার অনেক ফারাক। বামফ্রন্টের অত্যাচার, মিডিয়ার বদনাম, ব্যক্তিগত স্তরে নানা কুৎসা উপেক্ষা করে যে নেত্রী মাথা উঁচু করে পশ্চিমবাংলাকে বাম অপশাসন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আজ তিনি মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন, নানা কেলেঙ্কারির কালি তার গায়ে ছিটছে। জননেত্রী হিসাবে তাকে দলের অন্যান্য নেতা নেত্রীদের কর্মীদের 'খারাপটার' দায় বহন করতে হচ্ছে। সারদা নারদা কেলেঙ্কারির পরেও পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন মোটামুটিভাবে পাশ হয়ে যায়। এবারের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। একদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান অন্যদিকে মৌলবাদী হিংসার ভয়।

এরই মধ্যে মাস্টার, উকিল আর ডাক্তার পেটানোর ধারাবাহিকতা বঙ্গ জীবনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। সম্প্রতি এন আর এস হসপিটালকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মানুষ দেখলো তাতে প্রশাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। অসুস্থ রোগীরাও যেমন মানুষ, চিকিৎসকদেরও অধিকার আছে আত্মরক্ষার। এক্ষেত্রে সচেতন এবং দায়িত্বশীল প্রশাসক অভিভাবকের ভূমিকা নিলে শুধুমাত্র স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নয়, দেশের মানুষের আস্থাও বেড়ে যায় অনেক গুণ। যে সমস্যা স্রেফ আলোচনায় আধ ঘন্টায় মিটে যেতে পারত সেটিকে প্রায় জনযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তা সেটা অজ্ঞানেই হোক কিংবা জ্ঞানতই হোক দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ডাক্তাররা অবশ্যই দেশের মেধা সম্পদ। বাংলার ডাক্তারি পড়ুয়ারা ভিন রাজ্যের যান দেশের মানুষের স্বাস্থ্য চিকিৎসার স্বার্থে। তাদের ওপর নানা সময়ে নানা নির্যাতন নেমে আসে যেগুলি বহু সময়েই 'সংবাদে জায়গা পায় না'। অসুস্থ রোগীরাও সরকারি চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী। সেক্ষেত্রে অভিভাবক তুল্য প্রশাসকের দায়িত্ব অনেক বেশি। বাংলার দুর্ভাগ্য একদা মমতাময়ী মমতা তাঁর রাফ-টাফ ভাবমূর্তির জন্য দেশের মানুষের কাছে এক অন্যরকম বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধ্বংস থেকে ফুটেজ 'ধ্বংস' হওয়ার শিক্ষা প্রশাসন কেন নেয়নি তা বিস্ময়কর। সেদিন জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর যারা নির্যাতন করেছিল তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবি খুবই কি অবান্তর? এখন বাংলার ঘরে ঘরে এক অঘোষিত মমতা বনাম মমতার 'যুদ্ধ' চলছে।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

#### কর্মযোগের আদর্শ

অতএব একমাত্র উপায়-সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত হওয়া। এইটি জানিয়া রাখ ঃ জগৎ আমরা নয়, আমরাও এই জগৎ নই, বাস্তবিক আমরা শরীরও নই, আমরা প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমরা আত্মা চিরস্থির চিরশান্ত। আমরা কেন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হইব? আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই নাই। এমনকি, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাঁদিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এইরূপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমরা কল্পনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন। ঈশ্বর কাঁদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তো বন্ধনের চিহ্ন-দুর্বলতার চিহ্ন।

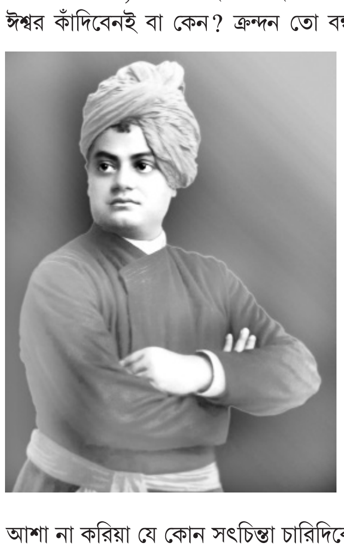

একবিন্দু চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধিশূন্য হইয়া যে কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নতুন শৃঙ্খল সৃষ্টি না করিয়া যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঙিয়া দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাইবার আশা না করিয়া যে কোন সৎচিন্তা চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে আমাদের বন্ধন শৃঙ্খলের একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমরা ক্রমশঃই পবিত্রতর হইতে থাকিব যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্তু লোকের নিকট ইহা যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশি তাত্ত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদগীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ করিতে পারে না। ইহারা গোঁড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন নিঃস্বার্থ কার্য কখনো দেখে নাই, সেইজন্যই এইরূপ বলিয়া থাকে। উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, যিনি কর্মযোগের এই শিক্ষা কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

## ফেসবুক বার্তা

# ঐতিহ্যবাহী পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব ৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্যবাহী এই দণ্ড (শাস্তি) দিয়েছিলেন শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু। তৎকালীন বিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মাসিক আয় সমন্বিত হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার শ্রীগোবর্ধন মজুমদারের একমাত্র পুত্র শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে। দণ্ডটি ছিল শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দকে চিড়া-দধি ভোজন করানো। কোন অপরাধে, কেন দণ্ড দিয়েছিলেন? অপরাধটি ছিল শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আহ্বানে এই অপ্রাকৃত মহোৎসবে তাঁর দিব্য স্বরূপে যোগদান করে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে ভোগ গ্রহণ করেছিলেন পানিহাটিতে। শ্রী রঘুনাথ দাস হাজার হাজার ভক্তমণ্ডলীকে 'চিড়া-দধি' প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। কয়েকজন পার্ষদ ব্যতীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দিব্যলীলা অন্যেরা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। গ্রীষ্মের দাবদাহে পতিতপাবনী, জগৎকল্যাণকারিনী শ্রীশ্রী গঙ্গানদীর তীরে মায়াপুর প্রভুপাদ ঘাটে স্নিগ্ধ সুশীতল ও মনোরম পরিবেশে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব স্তিমিত করে দেয় হিংসা-দ্বেষ এর বাতাবরণকে, সকলকে আবদ্ধ করে দেয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-রজ্জুতে। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের আগমনে বহুমানবের মিলনক্ষেত্র মিলনমেলায় পরিণত হয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজ বিজরিত এই তীর্থক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর।

এই বছর ১৫ জুন শনিবার ২০১৯ অর্থাৎ আজকের দিনে পানিহাটির চিড়াদধি দণ্ড মহোৎসব মহাসমারোহে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরসহ বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখাকেন্দ্রে এই উৎসব পালন করা চলছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিড়াদধি মহোৎসব পালিত হয় আমেরিকার আটলান্টা শাখাকেন্দ্রে। ইসকন পানিহাটির শ্রীশ্রী গৌরনিতাই মন্দিরে (১২ জুন থেকে ১৬ জুন ২০১৯) ৫ দিন ব্যাপী এই উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হবে।

# গড়িয়ায় স্বাস্থ্য মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে হেল্প আস টু হেল্প ইউ কলকাতা (নেহেরু যুব কেন্দ্র দ্বারা স্বীকৃত) একটি স্বাস্থ্য মেলার

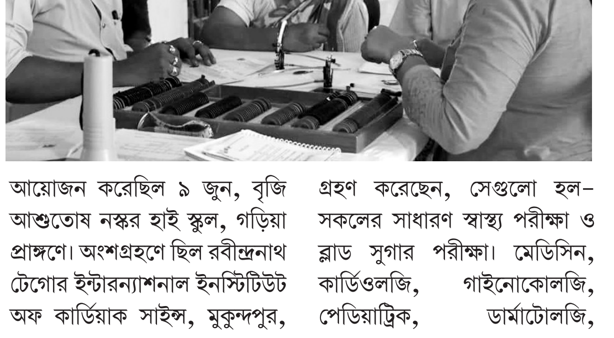

আয়োজন করেছিল ৯ জুন, বৃজি আশুতোষ নস্কর হাই স্কুল, গড়িয়া প্রাঙ্গণে। অংশগ্রহণে ছিল রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সাইন্স, মুকুন্দপুর, আদিত্য বিড়লা শঙ্কর নেত্রালয়, মুকুন্দপুর, কে পি সি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, অ্যাপোলো ক্লিনিক, বাঁশদ্রোণী। মোট ২১৫ জন মানুষ এই স্বাস্থ্য মেলায় উপস্থিত ছিলেন এবং যে সকল পরিষেবা গ্রহণ করেছেন, সেগুলো হল- সকলের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা। মেডিসিন, কার্ডিওলজি, গাইনোকোলজি, পেডিয়াট্রিক, ডার্মাটোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি প্রভৃতি বিভাগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। ৮৬ জন রুগীকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়, ১৫২জনের চক্ষু পরীক্ষা এবং ২৫ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বিনামূল্যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। বিনামূল্যে ১০৬ জনের ক্রিয়েটিনিন, ব্লাড সুগার পরীক্ষা এছাড়াও ৬৬ জন রুগী আগামী ৩ মাসের মধ্যে এই শিবিরের ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষার উপর ৩০% ছাড় পাবেন অ্যাপোলো ক্লিনিক, বাঁশদ্রোণী থেকে। এছাড়া ৪৯ জনের মুখের ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার পরীক্ষা , ও সনাক্তকরণ করা হয় এদিন। সহযোগিতায় ছিল সিদ্ধা গ্রুপ- (চক্ষু পরিষেবা ও অপারেশন এর সাহায্যে)।

# নতুন ভারত গড়ার ওপর বিশেষ নজর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাও ইন্দরজিত সিং আজ নতুন দিল্লির নীতি আয়োগের দফতরে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রকের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সার্বিক বিকাশ ও সর্বজনীন উন্নয়নই হবে কাজের মূল ক্ষেত্র।

ইন্দরজিত সিং নীতি আয়োগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে কাজের পর্যালোচনা করেন।

রাও ইন্দরজিত সিং হরিয়ানার রেওয়ারিতে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তদশ লোকসভা, ২০১৯-এ তিনি হরিয়ানার গুরুগ্রাম কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কলেজ থেকে কলা বিভাগের সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইতিপূর্বে রাও ইন্দরজিত সিং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী, আবাসন ও শহরাঞ্চল দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ৫ জুলাই, ২০১৬ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত কাজ করেন। ৯ নভেম্বর, ২০১৪ থেকে ৫ জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত তিনি পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ২৭ মে, ২০১৪ থেকে ৯ নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রক, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার সামলেছেন।

এই নিয়ে তিনি পঞ্চমবারের জন্য লোকসভায় সাংসদ হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ২০১৪ সালের ষোড়শ লোকসভায় এবং ২০০৯ সালের পঞ্চদশ লোকসভায় তিনি গুরুগ্রাম কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। তারও আগে ২০০৪ সালের চতুর্থ লোকসভা এবং ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ লোকসভায় তিনি মহিন্দরগড় কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসেবে নিযুক্ত হন। হরিয়ানার জাটুসানা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি চারবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। হরিয়ানা সরকারের মন্ত্রিসভায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সিং পরিবেশ ও বন এবং চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রিত্ব করেন। তাছাড়া, ১৯৮৬-৮৭-এ তিনি হরিয়ানার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেন। শ্রী সিং, বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী-র সদস্য এবং ভারতের প্যারালিম্পিক কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

## পাঠকের কলমে

# চাই একটু অন্যরকম

কয়েকদিন আগে শুনলাম রামদেব বাবা বলেছেন দুই সন্তানের বেশি হলে তার ভোটের অধিকার থাকবে না এবং তিনি ভোটপ্রার্থীও হতে পারবেন না। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে খুব ভুল কিছু দাবি করেছেন তা বলতে পারি না যদিও এই নিয়ে দুর্জনের টিপ্পনীর অন্ত নেই। মোদীজিকেও এক হাত নিতে ছাড়ে নি (মোদীজি দাঁড়াতে পারবেন না... ইত্যাদি ইত্যাদি)। যাইহোক আমার মনে হয় বর্তমান ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেভাবে উর্দ্ধমুখী হচ্ছে তাতে রামদেবের দাওয়াই মন্দ নয় তবে আমার চাওয়া একটু অন্যরকম...জন্ম থেকে কলকাতাবাসী হওয়ার দরুণ ৫০ বছর ধরে কলকাতাতে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সব গৃহস্থ বাড়িতেই মোটামুটি চার-পাঁচ ভাইবোন, বাবা-মা, দাদু, ঠাকুমা, পিসি বাস করত। রাস্তার দুপাশে মাঝারি মাপের রক, বৈঠকখানা, উঠোন, বারান্দাওয়ালা বাড়ি আর মাথার ওপর ছাদে স্কুল থেকে ফিরে অবাধ বিচরণ, লেখাপড়া, গানবাজনা, ভাই-বোনেদের খুনসুটিতে ভরপুর জীবনে ছিল না কোনও একাকীত্বের অবকাশ। আজকালকার এক সন্তানেরা বেশির ভাগই গগনচুম্বী আশায় বা জানি না অন্য অনেক জানা বা না জানা কারণে বড়ই একা! বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মনের অবস্থা ভাগ করে নেবার জন্য তারা পাশে কাউকে পায় না। যাই হোক, আমার ইচ্ছেটা জানাবার জন্যই আজকের এই কলম ধরা। আমি চাই একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়র, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ থাকবে না... কারণ এদের সন্তান স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের সম্পদ তৈরি হবে। যেভবে বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশের ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো বা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য আমরা তাদের ধরে রাখতে পারছি না এবং সেই কারণে ইতিমধ্যেই দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের অনেক মেধা চাই যাদেরকে আমরা ঘরে রেখে ভারতবর্ষের উন্নয়নে সামিল করতে পারব। বিপরীতে যারা বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত ঢুকছে পোটলা পুটলি নিয়ে রেল লাইনের ধারে, স্টেশনের গায়ে, ফুটপাতে বা শহরতলির জলাভূমিতে বসে পড়ছেন আর 'দাদাদের' থেকে আর্শীবাদ বলতে শুধু কিছু চাল, বিপিএল কার্ড আর ভোটার কার্ড পাচ্ছেন তাদের যদি আজ এই মুহূর্ত থেকে পরিবার পরিকল্পনায় সামিল করা না যায় তবে দেশের সমূহ বিপদ। মানছি এখানেও অনেক মেধা হয়ত পাওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত দেখভালের অভাবে অনেক অঙ্কুরিত বীজই অকালে নষ্ট হয়ে যায়। আমার নিরাপত্তাহীনতা হেতু আমি যদি তিনপুরুষ ধরে ফুটপাতে জন্ম নিয়েও ফের পাঁচ সন্তানের জন্ম দিই আর ভাবি চায়ের দোকান, পানের দোকান, সোনার দোকান, কাপড়ের দোকান, আর তেলেভাজার দোকানে যোগাড়ের কাজ করলেই আমাদের সকলের পেট চলে যাবে ব্যস... আর কিছু ভাবার দরকার নেই- তবেই মুশকিল। যারা সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত সন্তান গড়তে সক্ষম তাদের কাছে আমার অনুরোধ এক নয়, একাধিক সন্তান দিয়ে ভারতবর্ষকে সম্পদময় করে তুলুন। সেই সঙ্গে এনআরআইদের কাছেই অনুরোধ রইল যারা অনেকদিন দেশের বাইরে আছেন, বিদেশের জন্য অনেকদিন কাজ করেছেন- তারা এবার দেশে ফিরে দেশ গড়ার কাজ মনযোগ দিন।

**শম্পা মুখার্জী, চেতলা**

সমস্ত বক্তব্য লেখকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

# ভোট পরবর্তী হিংসায় আতঙ্কের আবহ সর্বত্র

**কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা :** প্রায় বছর দুয়েক আগে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বসিরহাটে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। যা সেসময় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার জেরে কয়েকদিন ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার সাম্প্রতিক সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই মহকুমা ফের অশান্ত হয়ে ওঠে। তবে প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। জেলায় নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষটা শুরু হয় বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র দিয়ে। ক্রমশ তা বনগাঁ সহ বসিরহাটেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে বসিরহাটে অবশ্য তৃণমূল প্রার্থী নুসরত জাহান রুহি জয়ী হন ব্যাপক মার্জিনে। তিনি পান ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৮ ভোট। যা শতাংশ হিসেবে প্রায় সাড়ে ৫৪ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সায়ন্তন বসু পান ৪ লক্ষ ৩১ হাজার

৭০৯। যা প্রায় ৩০ শতাংশ। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে যার ব্যবধান প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটের। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভাগুলি যথাক্রমে বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট (দক্ষিণ), বসিরহাট (উত্তর) এবং হিঙ্গলগঞ্জ। সবকটি বিধানসভা এলাকাতেই তৃণমূল এগিয়ে। এসত্ত্বেও সন্দেশখালি নির্বাচনোত্তর পর্বে এমন অশান্ত হওয়ার কারণ কি? সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বলে দাবি করা হলেও মূলত এখানে লড়াইটা ভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি প্রায় ৬০–৬৫ শতাংশ মুসলমান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এবং তারা প্রায় সকলেই তৃণমূল সমর্থক। তবে সন্দেশখালি বিধানসভা এলাকায় মুসলিমদের আধিপত্য থাকলেও বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হিন্দু ও আদিবাসীদের প্রাধান্য রয়েছে। বিজেপি রাজ্যের ১৮টি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হওয়া এবং এই জেলায় দুটি লোকসভা দখল করায় সন্দেশখালির হিন্দু ও আদিবাসীরা অক্সিজেন পায়। পাশাপাশি সন্দেশখালির বিডিও কৌশিক ভট্টাচার্য শাসক দলের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তোলায় শাসকদলের পক্ষ থেকে তাকে ব্যাপক হেনস্থা ও মারধর করা হয়।

এই ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। যা একপ্রকার সাম্প্রদায়িক অশান্তির আকার ধারণ করে। গত শনিবার রাতে তৃণমূলের হাতে খুন হন বিজেপির প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল, তপন মণ্ডল, দেবব্রত মণ্ডল ও শঙ্কর মণ্ডল, বলে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শাজাহান শেখের নেতৃত্বে, আকবর মোল্লা, গিয়াসুদ্দিন মোল্লারা ওপার বাংলা থেকে মুসলিম দুষ্কৃতীদের এনে এখানে হত্যালীলা চালায়। এহেন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে স্থানীয় তৃণমূল সূত্রের দাবি।

এদিকে বিডিও কৌশিক ভট্টাচার্যকে হেনস্থা সহ মারধরের সম্পর্কে বিডিও মহলে কি প্রতিক্রিয়া তা জানতে চাওয়া হলে হাবড়া–১ এর বিডিও শুভ্র নন্দী বলেন, 'আমি হাবড়ার বিডিও। ওখানকার বিষয়টা জানা নেই। তবে যতটা জানি পুরো বিষয়টি দেখছেন জেলা শাসক। যা বলার তিনিই বলবেন, কারণ তিনি আমাদের অভিভাবক।' আর এক বিডিও অচিন্ত্য ঘোষ বলেন, 'প্রথমত আমি অন্য জেলায় আছি। এখানে এরকম কিছু নেই।' সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার কোনও মন্তব্য নেই।' তবে বিডিওরা যাই বলুন না কেন, আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গোটা রাজ্য জুড়ে তলে তলে আতঙ্কের যে একটা চোরাস্রোত বয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন স্তরে আধিকারিকরা যে একটা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন এমনটা মনে করছেন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই।

## ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত

**নজস্ব প্রতিনিধি:** রেলগেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও লাইন পেরোতে গিয়ে সিউড়ি হাটজনবাজার রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল স্বাধীনতা মুখোপাধ্যায় (৬৫) এর। বাড়ি হাটজনবাজারে। রেললাইন পেরোতে গিয়ে বোলপুরে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত নবকুমার বিশ্বাস। রান্নার কাজ করতো নবকুমার।

## নওপাড়াকান্ডে গ্রেফতার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কয়লার দখলদারি নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত নওপাড়া গ্রাম। মুড়ি মুড়কির মতো পড়ে বোমা। আটজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ৮ই জুন দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ২১শে জুন পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। রবিবার সকালে ইলামবাজারে বাঁশ,লাঠি নিয়ে বিজয় মিছিল করে তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। নাম না করে বিজেপিকে হুমকি দিয়ে ইলামবাজার ব্লক তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক দুলাল রায় বলেন, 'ওরা যদি বোমা মারে,গুলি চালায়,লাঠি চালায় তাহলে ওরা একটা চালালে একের পিঠে এক ১১টা চালিয়ে প্রতিশোধ নেবো।

এটাই আমাদের মূল কথা। এইকথা বলার জন্য আমরা এখানে এসেছি।' কদমডাঙা গ্রামে তৃণমূলনেতা আব্দুর রহমানের খামারবাড়িতে বিস্ফোরণে পাঁচিল ভেঙে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ। ছোটোচক গ্রামে তৃণমূল কার্যালয়ে বোমবাজির অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। কাঞ্চনা ও গোহালিয়ারা গ্রামে দুই বিজেপি কর্মীর পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর এবং ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ।

## বিজেপির সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাটে তিন বিজেপি কর্মীকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে সিউড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়,সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল,শহর সভাপতি উত্তম ব্যানার্জী সহ বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলো। সকালে ইলামবাজারে বাঁশঁ,লাঠি নিয়ে বিজয় মিছিল করে তৃনমূল। উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। নাম না করে বিজেপিকে হুমকি দিয়ে ইলামবাজার ব্লক তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক দুলাল রায় বলেন, 'ওরা যদি বোমা মারে,গুলি চালায়,লাঠি চালায় তাহলে ওরা একটা চালালে একের পিঠে এক ১১টা চালিয়ে প্রতিশোধ নেবো। এটাই আমাদের মূল কথা। এইকথা বলার জন্য আমরা এখানে এসেছি।' চিনপাই বিজেপি কার্যালয় থেকে 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনি,বাদ্যযন্ত্র,গেরুয়া আবীর সহযোগে বিজেপির বিজয় মিছিল বের হয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে পথসভার বক্তব্যে তৃণমূলকে 'পাপের দল' বলে অভিহিত করে দলীয় কর্মীদের জোর করে তৃণমূল পার্টি অফিস দখল করতে নিষেধ করেন জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল। দলীয় কর্মীদের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরামর্শ দেন কালোসোনা। তারাপীঠ থানায় স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল বলেন, 'আমি বলছি যদি বিজেপি নেতারা কোনো অন্যায় করে থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেবেন। পুলিশের ক্ষমতা থাকলে বিজেপি কার্যকর্তাকে লাথি মেরে দেখাক। আমি বাপের ব্যাটা হলে পা ভেঙে দেবো। বিজেপি নেতাদের নামে কুকথা বললে পুলিশের জিভ আমি ছিঁড়ে নেবো।'

## বিজেপিতে যোগদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রবিবার বিকালে কোটাসুরে ষাটপলসা অঞ্চলের ৭০৯জন,ছোটোতুড়ি গ্রামের ৪৮০জন, কুন্ডলা অঞ্চলের ২৪৩জন,কলেশ্বর অঞ্চলের ১২৪জন,ময়ূরেশ্বর অঞ্চলের ষাটজন,উলকুন্ডা অঞ্চলের পঞ্চাশজন ময়ূরেশ্বর–২নং ব্লকের মোট ১৬৬৬জন সিপিএম,কংগ্রেস ও তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো। যাদের মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু। নবাগতদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক শ্যামাপদ মন্ডল,জেলা সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জী,প্রাক্তন জেলা সভাপতি অর্জুন সাহা। অনুষ্ঠানে সাধারন মানুষের ভিড় ছিলো চোখে পড়ার মতো। ৩রা জুন হরিপুর গ্রামের ৭০টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করে।

## স্ত্রী খুন, স্বামীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩শে এপ্রিল ২০১৭ সালে তিলেডাঙ্গাল গ্রামের নুরজাহানের সঙ্গে কেন্দ্রগড়িয়া গ্রামের শেখ আজিজুলের বিয়ে হয়। ওই বছরের ২৫শে নভেম্বর রাত্রে তিলেডাঙ্গালে খাওয়ার পর ওষুধ খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী স্ত্রীর বচসা হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করে নুরজাহানকে গলায় পা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠে আজিজুলের বিরুদ্ধে। আজিজুলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং দশহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে একবছরের কারাবাসের নির্দেশ দেন সিউড়ি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সামন্ত।

## কিশোরীকে অপহরণ করে ধর্ষণ গ্রেফতার যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এক কিশোরীকে অপহরণ করে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবক কে গ্রেফতার করলো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার পুলিশ। বাসন্তীর ভাঙনখালি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত যুবকের নাম উসমান লস্কর। পুলিশ সূত্রে খবর উসমান লস্কর নামে ঐ যুবক প্রেম ভালোবাসার ছলনা করে কিশোরীর পরিবার কে না জানিয়ে ঐ কিশোরীকে নিয়ে কয়েক মাস আগে ভিন রাজ্যে পালিয়ে যায়।তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল ঐ কিশোরী। কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে,না পেয়ে হতাশ হয়ে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ঘটনার বিষয় জানিয়ে নিখোঁজের একটি অভিযোগ দায়ের করেন বাসন্তী থানায়। সেই থেকেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও মেয়েটির কোন হদিশ পাচ্ছিল না পুলিশ এবং পরিবারের লোকজন। পরে ঐ কিশোরীর পরিবার একটি সুত্র মারফত জানতে পারেন বাসন্তী থানার ভাঙনখালির যুবক উসমান লস্কর এর কথা। বিবাহিত উসমান লস্করের স্ত্রী থাকলেও সে ঐ কিশোরীর সাথে গোপনে সম্পর্ক রেখে চলছিল। এমন ঘটনার কথা জানতে পারার পরই, বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলে জানতে পারেন উসমান লস্কর ও দীর্ঘদিন বাড়িতে নেই। পুলিশ উসমান লস্করের ফোনে আড়ি পেতে জানতে পারে সে হায়দ্রাবাদে আছে। পুলিশ পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ফোন করিয়ে বাসন্তীতে ফিরে আসতে বঘলেন। ঐ কিশোরীর পরিবারে কথায় বুধবার ওসমান লস্কর কিশোরীকে নিয়ে ফিরে আসলে উসমান লস্কর কে বাসন্তীর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি উসমান লস্করের সাথে ঐ কিশোরীও ছিল।

উদ্ধার এর পর ওই কিশোরী জানায় যে তাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে উসমান। এরই পাশাপাশি তাকে জোর করে হায়দ্রাবাদে আটকে রেখে দিয়েছিল। পরিবারের কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে দিচ্ছিল না। শারীরিক সম্পর্কের পর বিয়ে করতে ও রাজি হচ্ছিল না।

যদিও ওসমানের বিরুদ্ধে ওঠা এমন গুরুতর অভিযোগ অস্বীকার করে সে জানায় ঐ কিশোরীকে ভালোবাসে সে। পরিবারের লোকজন এমন সম্পর্কের কথা মেনে নেবে না বলেই দুজনে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ সুত্রে খবর ঐ কিশোরী কে বৃহস্পতিবার চাইল্ড লাইনের মারফত একটি হোমে পাঠিয়ে পাশাপাশি উসমান লস্কর বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

## মুন্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মাসোরা গ্রামে গলার নলি,কব্জী কাটা অবস্থায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যাক্তিকে উদ্ধার করলো সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোপীনাথপুরে জেসিবিতে মাটি কাটার সময় বস্তাবন্দী মুন্ডুহীন মৃতদেহ উদ্ধার করলো ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## ক্যানিংয়ে মিড মিল বিতর্ক

# প্রধান শিক্ষককে আটকে রেখে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ঠিক মতো মিড মিল দেওয়া হয় না, পাশাপাশি আসি যাই মাইনে পাই এর মতো প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে মাসে দু–একদিন উপস্থিত হন। এমন গুরুতর অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে স্কুলে ঘরের মধ্যে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃপাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ হাজির হলে, পুলিশের সাথে বচসা শুরু হয়ে যায় অভিভাবকদের। পুলিশের সাথে বেশ কিছুক্ষণ বচসা চলার পর পুলিশ প্রধান শিক্ষক কে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অভিভাবকদের অভিযোগ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শোভন চক্রবর্তী মাসে দু একদিনের বেশি স্কুলে আসেন না। পাশাপাশি প্রতিদিন মিড মিল এ শিশুদের খুব নিম্ন মানের খিচুড়ি দেওয়া হয়। কোনও দিনও সোয়াবিন কিংবা ডিম দেওয়া হয় না।

প্রধান শিক্ষক শোভন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন প্রতি দিনই স্কুলে এসে স্কুলের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকি। দু–একদিন অনুপস্থিত থেকে স্কুলের কাজ করতে হয়। তারপর প্রতিদিনই সোয়াবিন, সবজী সহ মিড মিলে ডিম দেওয়া হয়। অভিভাকরা না জেনেই এমন মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

# বালিগঞ্জ ষ্টেশনের শৌচাগারে বিনামূল্যের প্রসাব ২ টাকায়!

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার জনবহুল একটি ষ্টেশন বালিগঞ্জ জংশন। প্রতিদিনই কয়েক লক্ষ নিত্য রেলযাত্রী এই ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন।এই ষ্টেশনের উত্তর দিকে রয়েছে সাধারণ পুরুষ যাত্রীদের জন্য সুলভ শৌচালয়।রেলের নিয়ম অনুযায়ী এই বালিগঞ্জ জংশন ষ্টেশনে সাধারণ যাত্রীরা যদি টয়লেট করেন তার জন্য ২ টাকা,স্নান করার জন্য ৫ টাকা এবং প্রসাব সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ধার্য করা রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁ।য়িে এই ষ্টেশনের

শৌচাগারে প্রসাবের জন্য ২ টাকা এবং টয়লেট করার জন্য ৫ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে,নিত্য সাধারণ রেলযাত্রীদের এমনই অভিযোগ এই পুরুষ সুলভ শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মচারী বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে দায়িত্বে থাকা জনৈক কর্মচারী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন প্রসাব করার জন্য সাধারণ পুরুষ যাত্রীদের কাছে কোন রকম পয়সা নেওয়া হয় না,পাশাপাশি ঐ কর্মচার নাম জিঞ্জাসা করলে নাম জানাতেও ইচ্ছুক নয় বলে জানিয়ে দেন। এবিষয়ে সাধারণ যাত্রদের অভিমত প্রসাব করে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা পয়সা চাওয়ায় আমরা দিয়েই থাকি। নোটিশ থাকলেও সেই নোটিশ যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারে তার জন্য সেখানে বেশকিছুটা সাদা রঙ দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে।ফলে সাহস করে প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। নিত্য বেশ কয়েকজন রেলযাত্রীর সাথে কথা বলে জানাগেছে সুলভ শৌচালয়ে আসা চেনা মুখ গুলোর কাছে পয়সা চাওয়া হয় না।অপরিচিতদের কাছ থেকে প্রসাব করার জন্য ২ টাকা করে নেন। রেল দফতর যেখানে নিত্য সাধারণ পুরুষ রেল যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে প্রসাবের কথা উল্লেখ করেছেন,সেখানে বালিগঞ্জ জংশন ষ্টেশনে পুরুষ সুলভ শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা একজন কর্মচারী কিভাবে প্রসাবের জন্য ২ টাকা করে নেন এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সাধারণ রেল যাত্রী অনিমেশ মন্ডল,লক্ষণ জানা'রা বলেন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে সামান্য হলেও বালিগঞ্জ জংশনের পুরুষদের সুলভ শৌচালয়ে প্রসাব করার জন্য ২ টাকা করে নেওয়ার ব্যাপার টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচি।

# পুলিশমহলও কি পাল্টে যাচ্ছে?

প্রথম পাতার পর

সন্দেশখালির ঘটনায় অনেক পুলিশ আধিকারিক নাকি শাসক দলের নেতা নেত্রীদের কথা শুনছেন না। নেতাদের কথা মতো ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানায় নাকি তৃণমূলের নেতারা এফআইআর করতে গেলে, পুলিশ সেভাবে আর তৎপরতা দেখাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা নির্বাচনে পুলিশ সহ সরকারী কর্মচারীরা যে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন, সেখানেও দেখা গিয়েছে পদ্মফুলে ভোট পড়েছে বেশি।

দক্ষিণ শহরতলির এক থানার আই সি জানালেন, দিনকাল পাল্টাচ্ছে, বিরোধী শিবির ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা নিয়ম নীতি আছে, নিয়মের বাইরে হুটহাট কিছু করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব না। তৃণমূলের অনেক নেতা স্বীকার করছেন পুলিশ আর আগের মতো নেই। কেমন যেন পাল্টে গেছে।

# প্রশাসন আসলে কার পক্ষে

প্রথম পাতার পর

কয়েকদিন পর এক টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বলে দিলেন পঞ্চায়েতে দলের নিয়ন্ত্রণ কম। স্থানীয় নেতারাই যাকে খুশি প্রধান বা সভাপতি করে দেয়। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর কিছুই করার নেই।

রাজনৈতিক চরিতামৃতের পাশাকাশি কৌশিকবাবু আরও একটা জিনিস পরিস্কার করে দিয়েছেন যে তাঁর পাশে বন্ধু হিসাবে কেউ নেই। জেলাশাসক নিয়মমাফিক আশ্বাস দিয়েছেন বটে কিন্তু এখনও সদর্থক কিছু করে উঠতে পারেন নি। অন্যান্য বিডিওদের প্রতিক্রিয়া নিতে গিয়ে দেখা গিয়েছে তারা কিছুই বলতে রাজি নয়। এমনকি এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বলতেও তাদের ভয়। অবশেষে খবর পাওয়া গেছে সক্রিয় হয়েছে ডব্লুবিসিএসদের সংগঠন। বলা হয়েছে অফিসাররা যেন এই ঘটনা নিয়ে তাদের অভিযোগ, ক্ষোভ, বক্তব্য লিখিত ভাবে জমা দেন। অফিসারদের একটা মহল মনে করছে এই চেষ্টা মলম দিয়ে ক্ষোভ চাপা দেওয়ার কৌশল মাত্র। তাদের দাবি কৌশিকের ঘটনায় সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ প্রমাণ করবে প্রশাসন আসলে কার।

# শুভ 'সবুজ' দৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চার হাত এক হলো আর সঙ্গী রইল সবুজ প্রকৃতি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি এমনটাই চোখে পড়ল দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরস্থিত 'নিউ গীতারাণী বৃদ্ধাশ্রম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্যাপ্ট হোমে'র সদস্যা প্রিয়াঙ্কার'র সঙ্গে অমিতের বিবাহ বন্ধনের আসরে সমাজকর্মী, পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি সহ সমাজের নানান মহলের বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠল। এই বিবাহের আসরে আগত অভ্যাগতদের প্রত্যেকের কাছ থেকে কনে আশীর্বাদী উপহার নেওয়ার বিনিময়ে তুলে দেন আস্ত একটি গাছের চারা। এই গাছের চারা বিতরণের বিষয় জানতে গেলে বৃদ্ধাশ্রমের অধিকর্তা মালা সেন বলেন যে, পরিবেশ সচেতনতার দিকে দৃষ্টি রেখেই তাদের এই অভিনব উদ্যোগ। এছাড়াও হোমের পক্ষ থেকে সৌমেন শীল ও মুখ্য আধিকারিক বিজয় ভট্টাচার্য জানান যে, হোমের প্রবীণ আবাসিকরা এই উদ্যোগে এতোটাই উৎসাহিত যে তারা আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এরকম গাছের চারা বিতরণ করে আসতে চান।

# শিশুর অন্নপ্রাশনে যৌতুক চারাগাছ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** প্রথাগত ভাবে রেওয়াজ আছে যে কোন অনুষ্ঠান বাড়ি নিমন্ত্রিত অতিথিরা নানান ধরনের যৌতুক দিয়ে থাকেন। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন ঝড়খালি কোস্টাল থানার ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্বতীপুর গ্রামে এক শিশু অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ পেয়ে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রশান্ত সরকার নামে এক যুবক। সকল অতিথি অভ্যাগতরা যখন সোনা, রুপো এবং অন্যান্য যৌতুক সামগ্রী শিশু হিয়া মন্ডলের হাতে দিয়ে আনন্দ করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ফলের ছারাগাছ শিশুকন্যা হিয়া মন্ডলের হাতে তুলে দেন।

অতিথি অভ্যাগতরা প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেও পরে চারাগাছের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে অতিথি অভ্যগত সহ শিশুকন্যার বাবা মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

প্রশান্ত সরকার বলেন গত বুধবার বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। তাছাড়াও আমাদের প্রত্যন্ত এই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য বৃক্ষ রোপণ অত্যন্ত জরুরি। একমাত্র গাছ আমাদের পরিবেশ, এবং প্রাকৃতি সম্পদ রক্ষা করতে পারে,সেই কথা চিন্তা করে পরিবেশ ও শিশুর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে অন্নপ্রাশনে ফলের চারাগাছ উপহার দিয়েছি।

অন্নপ্রাশনে ফলের চারাগাছ দেওয়ার পাশাপাশি প্রশান্ত বাবু এদিন এলাকার ২০ জন শিশুর হাতে আম, জাম এবং নারিকেল চারাগাছ বিতরণ করেন।

শিশুকন্যার বাবা পেশায় কৃষক পরেশ মণ্ডল ও মা মল্লিকা মণ্ডল

তাঁদের একমাত্র মেয়ের অন্নপ্রাশনে এমন অভিনব উপহার পেয়ে খুব খুশি।

পরিবেশ সচেতন বিশিষ্ট দুই শিক্ষক সরুপ ঘোষ ও যাদব চন্দ্র বৈদ্য বলেন সুন্দরবনের যুবক প্রশান্ত সরকার যে ভাবে নিজের উদ্যোগে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর হাতে যৌতুক হিসাবে চারাগাছ তুলে দিয়ে অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে,আগামী দিনে যদি সাধারণ মানুষজন ঐ যুবকের পথ অনুসরণ করে এমন ভূমিকা পালন করেন তাহলে প্রাকৃতিক ও পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে ল।াই করতে হবে না। সুস্থ সতেজ সবুজ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

# প্রবল চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। কলকাতার সরকারি হাসাপাতালগুলিতে শুরু হয় ব্যাপক গণইস্তফা। অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন সহ বিদ্বজনেরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে ডাক্তারদের নিগ্রহের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল করতে শুরু করেন। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের স্ত্রী কাকলি সেনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ডাক্তারদের সমর্থনে সোচ্চার হন। তাঁরা দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে ডাক্তারদের সঙ্গে এসে দেখা করুন এবং যথপোযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্যপরিষেবা চালু করুন। হাসপাতালগুলিতে ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক।

এখন এই গভীর সংকট থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দেবেন, সেটাই চিন্তার বিষয়। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্য জুড়ে অচল চিকিৎসা পরিষেবা করে সফল হবে, তার জন্য অগাধ কৌতুহল রাজ্যবাসীর।

# মহানগরে

## বরোতেও পুর প্রশাসনিক বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুরসংস্থার রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের পুর প্রতিনিধি ১২৩ জন আর বিরোধী আসনে রয়েছেন মাত্র ২১ জন। প্রতি মাসে আবশ্যিক করে একটি মাসিক পুর অধিবেশন হয়ে থাকে। আর সেই অধিবেশনে মূলত বিরোধী আসনের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের কোথায় কোথায় কী কী ধরনের সমস্যা আছে। কোথায় কী কাজ বাকি আছে। পানীয় জল সরবরাহ জঞ্জাল অপসারণ বা নিকাশি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে কী না। কোন প্রকল্পের কাজে ঢিলেমি রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন ও প্রস্তাব করে থাকে। আর মহানাগরিক তা জেনে নিয়ে সে সমস্যার সমাধান বা কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। কিন্তু শাসক দলের মেয়র বা মেয়র পারিষদরা বাদে বাকি যে ১৬ জন বরো অধ্যক্ষসহ ১০৬জন পুর প্রতিনিধি রয়েছেন তারা সাধারণত কোনও এক গুপ্ত রাজনৈতিক কারণে নিজ ওয়ার্ডের জ্বলন্ত সমস্যা প্রশ্ন বা প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও তা করে উঠতে পারেন না। ফলস্বরূপ, মহানাগরিক বা মেয়র পারিষদরাও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না বা সমস্যার সমাধানও করে উঠতে পারেন না। বিরোধী পুর প্রতিনিধিরা পুর অধিবেশনে ওই সমস্যা তুলে ধরলে তখন লক্ষ্য করা যায় ওই ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিরা মাথা নেড়ে চুপ করে আসনে বসে থেকে তা শুনতে থাকে। আর এজন্যই মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের দাবি, শাসক বা বিরোধী প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় যে সমস্ত সমস্যা এখনও রয়েছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতেই বরো স্তরে এই ধরনের 'পুর প্রশাসনিক বৈঠকে'র পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কলকাতা মহানগরে বরোভিত্তিক 'পুর প্রশাসনিক বৈঠক' গত ৮ জুন দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার জোকা ডায়মন্ড পার্কস্থিত বরো ১৬ (ওয়ার্ড নম্বর : ১২৩–১২৬, ১৪২–১৪৪) দিয়ে শুরু হল। কারণ কলকাতা মহানগরের সঙ্গে ২০১১–র সেপ্টেম্বরে নবনিযুক্ত বরো এই ১৬ নম্বর বরো। এই বরোতে সাতজন পুর প্রতিনিধি আছেন। আর এই সাত জনই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। মহানাগরিক বলেন, কলকাতা পুরসংস্থায় ২০১১–তে গঠিত এই নতুন বরোর এখনও বিস্তীর্ণ এলাকা আছে, যেখানটিতে আজও গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তুলনীয়। এই বরোতে কলকাতা পুরসংস্থা প্রদত্ত সমস্ত পরিষেবার যেগুলি কলকাতায় পাওয়া যায় তা এখানে 'অ্যাভেল্যাবল' নয়। মহানাগরিক জানান, এই বরোর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 'কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামে' (কেইআইআইপি)র কাজ চলছে। এই বরোর যে অঞ্চলগুলি এখনও গ্রাম্য পরিবেশ রয়েছে সেখানে শহরতলি গড়ার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এ বরোতে অনেক অসুবিধা নিশ্চিতভাবে রয়েছে। সেজন্যই পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ, দুই বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ শাহজাদ শিবলি ও তাপস চৌধুরি, পুর সচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডল–সহ সব দফতর ডিরেক্টর জেনারেল ও চিফ ম্যানেজাররা হাজির ছিলেন এই বৈঠকে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বরো অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, অন্যান্য পুরপ্রতিনিধি বরোর আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বসে পুর প্রতিনিধি স্তর থেকে যে তার কোনও কাজটার জন্য কোনও কাজটি আটকে রয়েছে। যেমন ধরুন কেইআইআইপি–র কাজ হচ্ছে। তার সঙ্গে বরো–স্তরের কিছু কাজ আটকে রয়েছে। দু'টি 'কো–রিলেটেড' এটাকে কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। যেমন– ধরুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত 'আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প' থেকে 'পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং' (পিএইচই)–এর জল আসছে। পিএইচই–র ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে এসে জানতে চাওয়া হবে, এখানে তাদের দেওয়া জলের পরিমাণ (প্রতিদিন ২ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ) নিত্যদিন কেন কমে যাচ্ছে। 'মিটারিং সিস্টেম' লাগিয়ে আমরা ওটা 'রিভিউ' করবো। কত জল আসার কথা আর কত জল দিচ্ছে। সেটা কমে গেলে আমাদের 'ডিসট্রিবিউশন' লাইনে 'এফেক্ট' হয়ে যাবে। এই বরোবাসী জল পাবে না। সেটার জন্য কিভাবে আমরা পূরণ করতে পারি, এই নিয়েই আলোচনা হয়েছে। এগুলি বরো স্তরে না হলে হয় না বলে আগামী প্রতি শনিবার একটা করে বরোতে আমি যাব। প্রতিটি পুরপ্রতিনিধিদের কাজ থেকে একদম 'গ্রাসরুটে'র কী কী অসুবিধা আছে সেটা জানবো। এবং এই সমস্যা নিবারণ করার প্রচেষ্টা জারি রাখবো। এই কাজটার জন্য আমরা 'বরো টু বরো' 'রিভিউ মিটিং' পুরসংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। যেখানে আমার সামনে প্রশ্নোত্তর চলবে। যে কোন কাজটা কখন হচ্ছে, কেন হচ্ছে না? বা কেন হবে? কবে হবে? এগুলি আমরা বরো ভিত্তিক জানতে চাইবো। জোকাতে তিনটি 'কম্প্যাক্টর স্টেশনে'র নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সেখানে শুরু হবে। বরো–১৬কে একটা 'এসটিপি' আছে সেখানে একটা 'নেচার পার্ক' তৈরির কথা বলা হয়েছে। আগামী তিন মাস পর জোকাতে আবার পর্যালোচনা বৈঠক হবে। সেখানে আজকের মিটিংয়ের সিদ্ধান্তে পানীয় জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ বা নিকাশি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে কী না বা কতটা কার্যকর হল, সে বিষয়ে আলোচনা হবে।

## নিকাশি বেহাল, বৃষ্টিতে জলে থৈ থৈ বিসি রায় মার্কেট

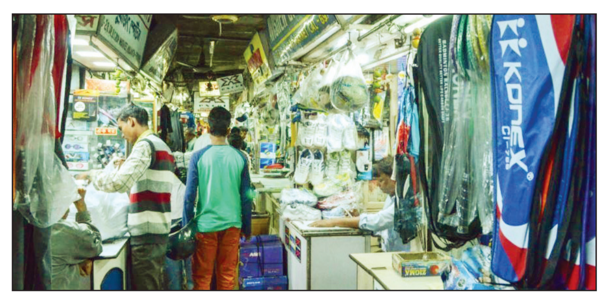

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা শহরে এখন আগের মতো জল জমে না। জমলেও খুব তাড়াতাড়ি নেমে যায় পুরসভার নিকাশি বিভাগ দাবি করলেও একথা অনেকেই মানছেন না। তবে কলকাতা পুরসভা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ধর্মতলার বিখ্যাত ডাঃ বি সি রায় মার্কেটে সামান্য বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে যায়। সেই জল পুরোটা সরতে লেগে যায় প্রায় ছ'ঘন্টা। বর্ষার মরশুমে তো এখানে ব্যবসা প্রায় হয় না। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য কোনও সময় আচমকা নিম্নচাপ বা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এক পশলা ভালো মতো বৃষ্টি হয়ে গেলেই জল থইথই করে পুরো মার্কেট। দোকানদাররা কোনও রকমে জড়সড়ো হয়ে বা গুটিয়ে বসে থাকেন। ক্রেতারা কেউ পারতপক্ষে তখন এপথ মাড়ায় না। কেউ এলে ওই নোংরা জলে পা ডুবিয়েই তাঁকে মার্কেটের মধ্যে যাওয়া আসা করতে হয়। দুপুরে একপশলা বৃষ্টির পর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই বাজারে হাঁটু জলে ডুবে রয়েছে। এই মার্কেটে সব মিলিয়ে ৪৫০ স্থায়ী দোকান এবং ৫০–৬০ জন হকার রয়েছেন। এমনিতেই মার্কেটটি নিচু জায়গায় অবস্থিত। তাই ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ডের পুরো জল এই মার্কেটের দিকেই গড়িয়ে আসে। মূলত প্লাস্টিকের চায়ের কাপ ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করা হলেও কেউ কানে তোলেন নি। ফেলে দেওয়া চায়ের কাপের কারণে সংকীর্ণ নিকাশি নালা আটকে থাকে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই বাজারটিতে মূলত জামাকাপড়, রেডিমেড পোশাক পাওয়া যায় আর ক্রীড়া সরঞ্জাম পাওয়া যায়। ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের জার্সি থেকে শুরু করে ফুটবল, ক্রিকেট বল ক্যারাম বোর্ড সহ খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম গড়ের মাঠ লাগোয় এই ময়দান মার্কেট থেকে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা সংগ্রহ করেন। তাই এবার বর্ষার আগে নিকাশি সমস্যা না মিটলে একই সমস্যায় জর্জরিত হতে হবে শতাধিক ব্যবসায়ীদের। এটা খুবই পরিচিত লোকের মুখে ময়দান মার্কেট কিন্তু কলকাতা পুরসভার মার্কেট নয়। এর দেখভালের দায়িত্বে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতরের সিটি ডিভিশনের। কিন্তু জল জমার ব্যাপারটি যথারীতি পুরসভার আওতাতেই পড়ে।

## জলের চার্জ নেওয়া হতো, কিন্তু মিটার ছিল না

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুর এলাকাস্থিত বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে (কমার্শিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট) কলকাতা পুরসংস্থা পরিস্রুত পানীয় জল অর্থের বিনিময়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিক্রি করে চলেছে। ফলস্বরূপ, কলকাতা পুরসংস্থা তাদের দৈনিক কতটা জল দিচ্ছে বা ওই শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে দৈনিক কতটা পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছে, তার কোনও মিটার রিডিং–এর ব্যবস্থাপনাই ছিল না। ফলে কলকাতা পুরসংস্থা তার ইচ্ছা মতো পরিস্রুত পানীয় জল দিয়ে যাচ্ছে আর ওই শিল্প সংস্থাও তার প্রয়োজন মতো জল ব্যবহার করে চলেছে। অথচ, এ মহানগরেরই বাণিজ্যিক আবাসন ও প্রতিষ্ঠান যতোটা জলের জন্য টাকা দিচ্ছে, মিটার অনুযায়ী ঠিক ততো পরিস্রুত পানীয় জল তাদের দেওয়াও হচ্ছে। তাহলে কোন যুক্তিতে মিটার রিডিং ছাড়াই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মূল্যবান জল কলকাতা পুরসংস্থা দেবে। সেজন্যই পুর জল সরবরাহ দফতরের দীর্ঘদিনের এতো বড়োসড়ো ত্রুটি শুধরে নিয়ে এবার শিল্পসংস্থায়ও মিটার বসানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে গত ৮ জুন কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুর ভবনে। এদিন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আপাতত, কলকাতা পুরসংস্থা 'কমার্শিয়াল এস্টাবলিশমেন্টগুলিতে যেমন ধরুন কোকাকোলা কোম্পানি, যেমন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে আমরা মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সেখানে অনেক 'ওয়াটার ওয়েস্টেজ' হচ্ছে। কলকাতায় আগের তুলনায় জল উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও কলকাতায় জল সংকট চলছে। আর এই মিটার বসানো হচ্ছে, যাতে পরিস্রুত পানীয় জল অপচয় না হয়। আর শহরে জলের এই অপচয়ের কিছু শতাংশ রোধ করা গেলে, দক্ষিণ কলকাতা বা কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে যে জল সংকট জারি রয়েছে তার অনেকটাই দূর হবে। আর এই মিটার বসানোর ফলে বাণিজ্যিক স্থলে জলের জন্য আমাদের যা চার্জ ছিল তাই থাকবে। অতিরিক্ত কোনও চার্জ ধার্য হবে না। কিন্তু আমাদের একটা 'মনিটারিং' থাকবে যাতে আমরা কোনও সংস্থাকে কতটা জল দিচ্ছি। আর ওই জলের জন্য কতটা টাকা পাচ্ছি। বা ওই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কত জল ধরা আছে। আর তারাই বা কত জল পাচ্ছে। ওই এস্টাবলিশমেন্টও এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার চিত্র পাবে। এই মিটার রিডিং থেকে উভয়ই উপকৃত হবে। প্রসঙ্গত, এক বছরেরও অধিক সময় আগে থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিবি) থেকে নেওয়া প্রায় ২০০ কোটি টাকা ঋণের অর্থে উত্তর কলকাতাস্থিত ১ নম্বর বরোর অন্তর্গত ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের (কাশীপুর, চিৎপুর, টালা, পাইকপাড়া, বি টি রোড এলাকা) প্রতি বাড়িতে জলের মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে 'কলকাতা এনভায়রন মেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম' (কেই আই আই পি)।

## ডিজিটাল ভারতের সওয়াল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অব ইন্ডাস্ট্রি–র আয়োজনে ব্যবসায় প্রযুক্তিগত মাধ্যম নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছে। এই আলোচনা সভায় বণিক সভার সভাপতি বিশাল ঝাঁঝারিয়া আলোকপাত করেন ডিজিটাল পেমেন্ট–এর ওপর। তিনি বলেন, প্রায় ৮১% মানুষ এখন এই মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে এবং ২০২০–র মধ্যে এর আরও অগ্রগতি হবে। মানুষ এখন বিভিন্ন বিল, বাস, ট্রেন, সিনেমা–র টিকিট নগদ টাকায় না কিনে অন–লাইনের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট বেছে নিয়েছে। এমন কি কেনাকাটা, খাবার অর্ডার করাও এখন ডিজিটাল। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আইএএস দেবাশিস সেন বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই এখন ইন্টারনেট নির্ভর তাই বিশ্ব এখন এগিয়ে চলেছে এর মাধ্যমে। তিনি বলেন তথ্য প্রযুক্তি হাব তৈরি করার জন্য নিউ টাউনে ২০০ একর জায়গার প্রায় তৈরি রয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সংস্থা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য প্রযুক্তি দফতরের কর্তা দীপক কুমার বলেন, ডিজিটাল ওয়ালেট এখন কাজ করতে

শুরু করেছে। তবে এ বিষয়ে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, প্রযুক্তি ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি দিতে পারে না। ওয়েবেলের কর্তা অম্বরীশ দাশগুপ্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিনটেক হাব করতে হবে এশিয়ার দেশগুলির জন্য। বিএসই–র মুখ্য ব্যবসায়িক কর্তা নিরাজ কুল শ্রেষ্ঠ বলেন, আধার ডিজিটালের জন্য খুবই প্রয়োজন। আধার ছাড়া আত্মপরিচয় সম্ভব নয় এই ডিজিটাল যুগে। এছাড়াও এদিন এবিষয়ে আরও দুটি আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

**শরীর নিয়ে কথা**

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

## পশ্চিমবঙ্গে এনএসএস ক্যান্সার প্রতিরোধ কার্যক্রম চালু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা: তামাক সেবনের জন্য তৈরি হওয়া ব্যাপক জনস্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) চালু করেছে জীবনের জন্য শপথ– তামাক মুক্ত যুব সমাজ (Pledge for Life–Tobacco Free Youth')–এর অভিযান।

কলকাতায় নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে, এনএসএস–এর রিজিওনাল ডিরেক্টর ডাঃ সরিতা প্যাটেলের উদ্যোগে এবং সম্বন্ধ হেল্‌থ ফাউন্ডেশন (এসএইচএফ) ও হাওড়ার নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কারিগরি সহায়তায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র–স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি এনএসএস প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ও প্রোগ্রাম অফিসারেরাও উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায়, ভয়েস অব টোব্যাকো ভিক্টিম (ভিওটিভি)–র প্যাট্রন হাওড়ার নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ক্যান্সার সার্জন ডাঃ অপূর্ব গর্গ উপস্থিত দর্শকদের তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানান। তিনি জানান যে তামাকের ব্যবহারের কারণে মুখের ক্যান্সারের রোগ নিয়ে বহু রোগী তাঁদের ওপিডি–তে আসেন। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী কয়েকজন রোগী এবং তাঁদের পরিবারও তামাক ব্যবহারের কারণে হওয়া রোগের কারণে তাদের আতঙ্ক ও ভোগান্তির বর্ণনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, তামাক ব্যবহারই ৯০% ক্ষেত্রে মুখের ও ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ যার ফলে প্রাণহানি ঘটে অথবা জীবনযাত্রার মানের বড়ই ক্ষতি হয় এবং পরিবারের কাছে চূড়ান্ত আঘাত ও আর্থিক ক্ষতি বয়ে আনে। দুর্ভাগ্যক্রমে ৫০% ক্ষেত্রেই মুখের ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীরা এক বছরেরও আগে মারা যান। প্রতিরোধ নিরাময়ের থেকে ভাল– তাই তরুণদেরকে তামাকের আসক্তি থেকে রোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে এনএসএস।

সরিতা প্যাটেল, রিজিওনাল ডিরেক্টর, এনএসএস কলকাতা, ভারত সরকার বলেন, এটা স্পষ্ট যে এখন মানবজাতির একটি বিশাল অংশ তামাকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে প্রভাবিত হচ্ছেন। তামাকের ব্যবহার ধীরে ধীরে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে যা খুবই ক্ষতিকারক। তরুণদের কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে যে তারা নিজেদেরকে তামাকের আসক্তি থেকে বের করতে পারবে এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার না করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবে। রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বালোকানন্দ জী মহারাজ। তিনি তামাক এবং ক্যান্সার মুক্ত বাংলা গড়ে তোলবার জন্য আশীর্বাদ দেন ও শুভেচ্ছা জানান।

কর্মশালায় সকল অংশগ্রহণকারীরা অঙ্গীকার নেয় যে তারা কখনোই তামাক স্পর্শ করবে না এবং তারা পরিবার, বন্ধু এবং অন্যান্যদেরও এই অঙ্গীকার নিতে উসাহিত করবে। এ ছাড়াও, তারা ২০১৯–২০ সালের জন্য প্লেজ ফর লাইফ' ক্যাম্পেইনের অধীনে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে, যা ছাত্র–ছাত্রী এবং এনএসএস–এর স্বেচ্ছাসেবকেরা তামাক সেবনের বিরুদ্ধে নানা রকম কর্মসূচি নেবে যেমন বিতর্ক বা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পথ নাটিকা ইত্যাদি এবং তামাক সেবন না করার অঙ্গীকার নেবে।

হাওড়ার নারায়ণ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিনিধি বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তামাকের আসক্তি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসএসএস–এর এমন একটি সামাজিক উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক সহ ১০০০টি ইউনিট রয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যমে অবশ্যই তামাকের কারণে হওয়া মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবে, যা বিশ্বব্যাপী পরিচিত মৃত্যুর সর্বাধিক প্রতিরোধযোগ্য কারণ হিসেবে।

২০১৯–২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য এনএসএস কার্যক্রমের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য তামাক ত্যাগ করার জন্য শপথ গ্রহণ, এনএসএস গ্রামীণ ক্যাম্প চালু করা, অন্যান্য বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা।

গ্লোবাল অ্যাডাল্টস টোব্যাকো সার্ভের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ২.৩৯ কোটি মানুষ ধূমপান ও ধূমহীন তামাক ব্যবহার করে; এটি যারা ব্যবহার করে এবং করে না, দুই ধরণের মানুষের উপরই প্রভাব ফেলে। তামাকের কারণে হওয়া রোগের ফলে বার্ষিক প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং ৪৩৮ জন শিশু প্রতিদিন তামাক ব্যবহার শুরু করে।

## কণ্ঠ ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** লারিনগেস্টমিতে যারা বেঁচে থাকেন তারাই পরের জনকে শক্তি জোগায় এই রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। তারাই অপারেশনের আগে রোগীর মনোবল এবিষয়ে বলেন নারায়ণা হসপিটাল হাওড়ার ডাক্তার হর্ষ ধর। এই রোগটি হল মারণ রোগ ক্যান্সার। যা গলার কণ্ঠ নালিতে হয়। এই রোগের একটাই ওষুধ তা হল অস্ত্রপচার।

অনন্তকৃষ্ণাণ

এই অস্ত্রপচার হলে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে তারা। কিন্তু কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় একজন কৃত্রিম যন্ত্রের মাধ্যমেও কথা বলতে শুরু করেছেন আবার আগের মতো। এই অনন্তকৃষ্ণাণকে রেখেই নারায়ণা এক ক্লাবের উদ্বোধন করেছে। এই ক্লাবের মুখ্য কর্মকান্ডই থাকবে এই বিশেষ কর্কট রোগের আক্রান্ত রোগীদের মনোবল বৃদ্ধি করা। যারা আগে এবং পরে সমাজের মধ্যে থেকে বুঝতে পারে যে ভয়ের কিছু নেই এই মহতী প্রচেষ্টার উদ্বোধনে ছিলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। ডাক্তার সৌরভ দত্ত বলেন, এক অনবদ্য ক্লাবই কর্কট আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াবে।

## বুঝতে হবে বয়স্করা বোঝা নয়

**প্রতিরুদ্ধ বাউল :** বয়স ক্রমশ বাড়ছে। আজ যে কিশোর কাল সে যুবক থেকে প্রৌঢ় থেকে বয়স্ক। কালের নিয়মে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য নির্মিত সংজ্ঞায় বয়স ৬০ পেরোলেই নাম লেখাতে হয় বয়স্কদের তালিকায়। যাকে ইংরাজি পরিভাষায় বলা হয় সিনিয়র সিটিজেন। নাম যতই গালভরা হোক না কেন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বয়স বাড়লেই ভিড় করে আসে নানা সমস্যা। জোর কমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, সংবেদনশীলতা কমে যায় ইন্দ্রিয়গুলির। না চাইলেও দৃষ্টি ঝাপসা হয়, বধির হয়ে আসে কর্ণযুগল। চিরযৌবনের জন্য মানুষের কত না আকাঙ্খা। তবু তা পূরণ হয় না কিছুতেই। জীবন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সমীক্ষা বলছে ২০১৫ সালে পৃথিবীতে ৬০ বা তার বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা ছিল ৯০ কোটি। ২০৫০ সালে যা হবে ২০০ কোটির কাছাকাছি। অর্থাৎ বার্ধক্যের বর্দ্ধিত সংখ্যা গ্রাস করবে পৃথিবীর অনেকটা। এদের দেখভাল করবে কারা? অবশ্যই কম বয়সীরা। সেইজন্যই প্রতিবছর ১৫ জুন পালিত হয় বয়স্ক নির্যাতন সচেতনতা দিবস। এবারের থিম বয়স্কদের সুবিচারের দাবি সোচ্চার করা।

কেন এমন দিবসের ভাবনা? বলা বাহুল্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা শারীরিক সমস্যার সাথে হাজির হয় অবহেলা ও অবজ্ঞা। গবেষণায় দেখা গেছে আমেরিকায় ১০ জনের মধ্যে ১ জন বয়স্ক নির্যাতনের শিকার এবং ১৪ জনের ১ জন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তার নির্যাতনের কথা জানাতে পারেন প্রতিকারের আশায়। সারা পৃথিবীতে বয়স্ক নির্যাতনের সংখ্যা ৬ জনের মধ্যে ১ জন। বয়স্কদের উপর নির্যাতনের ধরন দু'রকম। শারীরিক ও মানসিক। এমনকি এও দেখা গেছে যে অবহেলা চরম হয় নার্সিং হোম কিংবা দীর্ঘ চিকিৎসাকালে। ভারতের মতো নিবিড় সম্পর্কের দেশেও বয়স্ক নির্যাতনের প্রবণতা বাড়ছে। সংখ্যা বাড়ছে বৃদ্ধাবাসের।

এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৬০ থেকে ৬৪ বছর বয়সী বয়স্কদের মধ্যে ভারতে ৭৮ শতাংশ বিবাহিত, ২২ শতাংশ বিধবা। বাকি ২ শতাংশ হয় অবিবাহিত নয়ত বিবাহ বিচ্ছেদি। তবুও সারা জীবন সংসার প্রতিপালনের পর বিবাহিত বয়স্কদের অবহেলা সব চেয়ে বেশি। এর জন্য দায়ী করা হয়েছে যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াকে। বয়স্কদের প্রতি কর্তব্যটাই উধাও হয়ে যাচ্ছে ছোটবেলা থেকে। গড়ে উঠছে না নবীন–প্রবীণ সম্পর্কের বন্ধন। এই দিনটি সেই সম্পর্ককে গড়ে তোলার। বয়স্কদের প্রতি কর্তব্যকে ঝালিয়ে নেওয়ার।

# মাঙ্গলিকী

## অক্ষরকথা : আরও একটি নতুন পত্রিকার জন্মবার্তা ঘোষিত হল

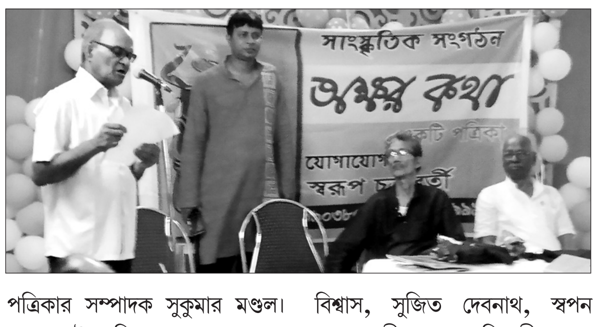


**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া–পাটুলি অঞ্চল থেকে একটি নতুন পত্রিকার জন্মবার্তা শোনা গেল গত ২ জুন রবিবার। কেন্দুয়া শান্তি সংঘে আয়োজিত এই সাহিত্য সভায় ঘোষিত হল অক্ষরকথা–র আত্মপ্রকাশের আগাম খবর জানালেন পত্রিকার সম্পাদক স্বরূপ চক্রবর্তী। এদিনের মনোজ্ঞ সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দুয়া শান্তি সংঘের সভাপতি অলোক মুখার্জী, প্রবীণ সাহিত্যিক রণবীর কুমার দে, জয়ন্ত দত্ত ও তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী ও উপদেষ্টা হিসাবে শেফালী সরকার, অনিমা বিশ্বাস, সুজিত দেবনাথ, স্বপন দাস, সুশীল দাস, পিয়ালী প্রমুখ গুণীজনদের নাম উল্লেখ করলেন সম্পাদক স্বরূপ চক্রবর্তী। আগামী শারদীয়ায় প্রকাশিত হতে চলেছে অক্ষরকথার প্রথম সংখ্যা।

এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মালা চন্দ। কবিতা পাঠ করলেন অনিমা বিশ্বাস, তারাশংকর দত্ত, শেফালী সরকার, সুশীল দাস, সুজিত সরকার, রণবীর কুমার দে, জয়ন্ত দত্ত, অলোক মুখার্জী, জয় ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। একটি স্বরচিত হাসির গল্প পাঠ করলেন সুকুমার মণ্ডল। গোটা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলেন তাপস রায় ও স্বরূপ চক্রবর্তী।

## আন্তর্জাতিক নজরুল উৎসব

**রেজাউল করিম, বারাসত :** গত ইংরাজি ৯/৬/২০১৯ তারিখ। রবিবার বারাসত 'নজরুল চর্চা কেন্দ্রের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল '২য় আন্তর্জাতিক নজরুল উৎসব' বারাসত কলেজের অডিটোরিয়াম হলে কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে 'নজরুল চর্চা কেন্দ্রের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডঃ কামাল উদ্দিন মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট নজরুল গবেষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডঃ লায়েক আলি খান, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের নজরুল গবেষক অধ্যাপক ড. তপন রায়, বাংলাদেশ 'প্রথম আলো' পত্রিকার সাংবাদিক মণিরুল ইসলাম, বাংলা দেশের 'মুক্তিযোদ্ধা' মণিমোহন ধর প্রমুখ। অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান তাঁর ভাষণে কবির সাহিত্য বিষয়ে মৌলিক ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, এপার বাংলায় কবিকে নিয়ে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ দিয়ে তিনি প্রতি বছর একজন নজরুল গবেষককে সংস্থার পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব দেন। ডঃ তপন রায় মহাশয় বলেন অবিভক্ত বাংলায় নজরুল ইসলামের কবিতা, গান পরাধীন ভারতবাসীকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবির কাব্য ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের সাংবাদিক মণিরুল ইসলাম সাহেব কবির সাংবাদিক সত্ত্বা নিয়ে আলোচনা করে। বাল্যকালে তাঁর পিতা মাতাকে হারিয়ে 'লেটো গানের' দলে যোগ দিয়ে উদর পূর্তির মাধ্যমে 'দুঃখু মিঞা' হয়ে ওঠার কাহিনী ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানে 'নজরুল স্মৃতি' পুরস্কার প্রদান করা হয় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লায়েক আলি খান মহাশয় ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তপন রায় মহাশয়কে। এছাড়া বাংলাদেশ 'প্রথম আলো' পত্রিকার সাংবাদিক মণিরুল ইসলাম সাহেবকে 'নজরুল সম্মাননা' দেওয়া হয়। নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডঃ শেখ কামাল উদ্দিন মহাশয়ের সম্পাদিত দু'টি বই যথাক্রমে 'প্রবন্ধে নজরুল, বৈচিত্রে বিলকুল' এবং 'নজরুল বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এদিন সারা বাংলা নজরুল বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাচ পরিবেশন করা হয়। আলাপনী কয়ার গ্রুপ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরজু মুখোপাধ্যায়। এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রসেনজিৎ রাহা।

## সাহিত্য সভা ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন আরও মজবুত করতে 'সৃজন সাহিত্য পত্রিকা' ও 'গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ' এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সভা। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ–এর সভাঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন দুই বাংলার কবি–সাহিত্যিকগণ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবি মাহফুজ রিপনকে সম্বর্ধনা জানান হয়। আয়োজক সংস্থার পক্ষে 'সৃজন সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক বিষ্ণু সরকার জানান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই বাংলার মৈত্র ঘটাতে তারা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এবং সারা বছর নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছেন।

## মুক্তি পেল শিশির সাহার সামাজিক পৃষ্ঠভূমিতে 'যশোদা'

**শুভঙ্কর ঘোষ :** গর্ভে ধারণ না করেও যশোদা মা হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। সেইরূপ উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে লক্ষ্মী সৎ মায়ের অত্যাচারে ও অভাবের জ্বালায় বাসাবাড়ির নিকটে 'রায় পরিবারের পেটে ভাতে বাড়ির একটি দুষ্টু বাচ্চার সামলানোর কাজ নিতে বাধ্য হয়। লক্ষ্মী কিভাবে যশোদা হয়ে ওঠে.... প্রগতি চিত্রমের প্রথম নিবেদন, বিনয় কৃষ্ণ আচার্য্যের (কানাইয়ের মা) গল্প অবলম্বনে 'যশোদা'। গল্পের পরতে পরতে আছে নাটক ও মোচড়। পরিচালক ও চিত্র নাট্যকার শিশিরবাবুর এই ছবির গল্পে ফুটে ওঠে এক নারীর যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট আর না পাওয়ার কাহিনী। বছর ১৩র লক্ষ্মী সৎ মায়ের অত্যাচারে পেটের ভাত কেড়ে নেয়। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে মায়ের ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ হয়। যে সব মা বাবারা দুজনেই চাকরিতে বেরিয়ে যায় কাজের লোকেদের কাছে সন্তানরা মানুষ হয়, তেমনিই এক পরিবারে শিশু পরিচর্যার কাজ উদয় অস্ত পরিশ্রম করে পেট ভরাতে হয়। ছোট শিশুর বায়নায় তার মায়ের ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে হয়। পরিবারটি কলকাতায় চলে গেলে লক্ষ্মী কাজ হারায়। এই পরিস্থিতিতে সৎ মা লক্ষ্মীর বিয়ে দেওয়ার নাম করে বখাটে বিধানের জিম্মায় রেখে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে এই ছেলেটি লক্ষ্মীকে সন্তান সম্ভবা করে দিয়ে পালিয়ে যায়... যার নিজের পেটের ভাত জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়, সন্তানকে পৃথিবীতে এনে সুস্থ জীবন দিতে পারবে না। বাধ্য হয়ে ভেবে চিন্তে সন্তানকে পৃথিবীর আলো না দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর সে আবার নিজের পেশাতে ফিরে যায়। এভাবেই সে কারোর মা, মাসি হয়ে উঠে... ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মী বড় হয়। বর্তমানে ননীর পরিবারে তাদের একমাত্র বাচ্চাকে দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত। ননীর স্ত্রীর কটূ কথা সহ্য করেও সে নিজের কাজে অবিচল। সস্ত্রীক গোরা বন্ধী ননীর বাড়িতে বেড়তে এলে ঘটনাচক্রে মাসির জীবন কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়... মাসি মানে লক্ষ্মীও জানতে পারে যে এর নাম গোরা যাকে ছোটবেলায় চার বছর পর্যন্ত মাতৃস্নেহে বড় করেছে। উভয় উভয়কে পেয়ে আপ্লুত বিহ্বল হয়ে পড়ে। এভাবেই গল্প পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। একটা ভাল ছবি সমস্ত রসদ এতে রয়েছে।

অভিনয়ে : ভাস্কর ব্যানার্জী, পারমিতা দাঁ, অভিজিৎ মুখার্জী, মধুমিতা ব্যানার্জী, স্বাগতা বসু, শর্মিষ্ঠা, সঙ্গীতা কুণ্ডু, ক্যাপটেন আবার্ড, উষা দত্ত মুস্তাফি, মাস্টার রঞ্জন সাহা, মাস্টার অভীক দে।

প্রযোজনা : পার্থ রক্ষিত। সম্পাদনা : স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। সঙ্গীত : কল্যাণ সেন বরাট।

নেপথ্য কণ্ঠে : শুভমিতা, দিশা রায়, সুজয় ভৌমিক, অরূপ মুখার্জী, গৌরিকা চন্দ, সুকণ্ঠ অধিকারী প্রমুখ।

ছবি সম্পর্কে পরিচালক শিশির বাবু বলেন : ছবিতে বার্তাতো আছেই, খুব সাধারণ অথচ ছোট পরিবারের দাদু দিদিমাদের যে ভূমিকা রয়েছে, সেটা আজকের প্রজন্ম ভুলতে বসেছে। মায়েরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হতে গিয়ে বাচ্চাদের ফিডিং বোতল ধরিয়ে দেওয়া হয়। মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। দুবছর অন্ততঃ মাতৃ দুগ্ধ পান করা উচিত। এর অভাবে বিভিন্ন রোগের শিকার হতে হচ্ছে। মা বাবারা এই শিশুদের থেকে মানসিকভাবে দূরে চলে যাচ্ছে। পয়সার অভাবে এই ভালো ছবিটি মাত্র তিনটি হল পেয়েছে, এর যোগ্য জায়গা হচ্ছে নন্দন।

## কবিতার মজলিস

**মলয় সুর :** সম্প্রতি শ্রীরামপুরে সুরাঙ্গন অভিজ্ঞান স্কুলে নবীন ও প্রবীন কবিদের কবিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হল।

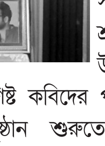


অনুষ্ঠানটি মূলত উদীয়মান কবি সায়ন চ্যাটার্জীকে শ্রদ্ধাঞ্জলী সহ উৎসর্গ করা হল। বিশিষ্ট কবিদের পরম্পরায় এদিনের অনুষ্ঠান শুরুতে ডাক্তার প্রদীপ কুমার দাস সায়নের স্মৃতি চারণ করেন। আবৃত্তিলোকের নিবেদন ছিল উদীয়মান কবি সায়ন 'অমর হয়ে থাকুক আমাদের মধ্যে'। ১৯৭১ সালে সুরাঙ্গন অভিজ্ঞানের পথ চলা শুরু করে। সংস্থার প্রধান সঙ্গীতাচার্য আচার্য কুমকুম ভট্টাচার্য–এর প্রশংসনীয় প্রয়াস। অনুষ্ঠানটি প্রাণ পায় অসাধারণ প্রত্যেকের বিভিন্ন কবিতা খুবই উপভোগ্য হওয়ার দরুন। এই কবিতার আসর প্রাণবন্ত হয়ে উঠে কবিদের অসাধারণ দক্ষতায়। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন প্রণব বসু রায়, রমা ঘোষ, শৈলেন দত্ত, অনিলেশ গোস্বামী, শিশির সাঁতরা, শিশির দাস, সৌগত বালি, বিদ্যুৎ ভৌমিক, দ্বিগপনা রায়, সংগীতা রক্ষিত, অনিন্দ্য রায় চৌধুরী, দিলীপ বাগ, নন্দিতা সিনহা, মুক্তি সান্যাল, প্রভাত রায়, সোমনাথ কর্মকার, মন্দিরা পাল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য শুভঙ্কর ভট্টাচার্য ও হারাধন রক্ষিতকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এইভাবে সেদিনের বিকেল–সন্ধ্যায় শিল্পীদের কথায় ও আবৃত্তিতে মাতিয়ে দিলেন।

### অঝোর ধারায়
**শেফালী সরকার**

জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে ছিল বসুন্ধরা,
তোমার ছোঁয়ায় শান্ত শীতল
যেন প্রাণ পেয়েছে সে, অঝোরে ঝরে পড়ছ তুমি।
কবির খেয়ালী কলম তোমায় নিয়ে মেতেছে
মন খারাপ নিয়ে ঘরবন্দী ছেলেটির
আজ বৃষ্টির দিন, স্কুলে মাঠে যাওয়া হয় নি।
তোমার খেলায় ওর ছুটি –
তোমার জলে নৌকো ভাসায় – আনন্দে মেতে ওঠে।
জানালা পথে দূরের আকাশে চেয়ে দেখছে কেউ,
কত স্মৃতি ওর সাথে কথা বলে।
ঘরের বউ–র খুব ইচ্ছে করে, একছুটে উঠোনে নেমে
তোমার অঝোর ধারায় ভিজতে – ছুটে গিয়ে মেতে ওঠে সে
বাড়িশুদ্ধ সবাই হতবাক্ –
ও একা মাধুরীর মত ভিজে ভিজে তোমার সাথে খেলা করে।

( মুর এভিন্যু, কল–৪০ )

### ঝড়ের ঠেলায়
**পূর্নেন্দু ভট্টাচার্য**

বাদলা দিনে জলে হাওয়ায় — গোল্লাছুট খেলা
জলের ফোঁটা পাতার বোঁটা — ঝুলনযাত্রা মেলা
শাল তালে ঢ্যাঙা নারকেলে — থাবা দিচ্ছে বাতাস
কালো আকাশ নামল ঝুলে — তাকিয়ে দেখছে ঘাস
কুয়াশা পড়ে বৃষ্টির জল — পর্দা হয়ে ঢাকে
টাপুরটুপুর জলতরং — প্রাণভোমরা রাখে।
ঘুমের মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাস — স্বপ্নপুরী দোলা
আকাশভরা গুম গুম বাজ — চোখের পাতা খোলা
প্রদীপ শিখায় দেখায় তারা — আলাদিনের মায়া
পেরেক আঁটা দোতারা দ্যাখে — গেরুয়া রঙের ছায়া।
গুমোট গরম ফ্যালে ভেঙে — ঝুলনতিথির মেলা
বট পাকুড়ে নাড়া লাগে আর — লাগে ঝড়ের ঠেলা

( বিরাটী, কল–৫১ )

### ঘুর্ণী ঝড় ফণী
**কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস**

তীব্র বেগে ফণী এল — এবার বুঝি প্রাণ গেল
চলো সবাই দূরে চলো — প্রাণের আতঙ্ক কাকে বলো
ফণী এলো ফণা তুলে — ছোবলে বুঝি প্রাণ নিলে
ঠিক তাই নয় মোটে — ফণী গেল অন্যত্র ছুটে
বাঁচলো সবার প্রাণ বায়ু — দীর্ঘ হল সবার আয়ু।

( বড়িশা, কলকাতা–৮ )

### পথিক
**রীণা মুখোপাধ্যায়**

অচিন পারের পথিক আমি
চলতে হবে এই যে জানি
কী পেলাম, কী ছিলাম আমি
হিসাব নিকাশ নাহি মানি
চলার পথেই হঠাৎ পাওয়া
পথের মাঝেই হারিয়ে যাওয়া
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত চরণ
তবু আশ না মানে মন
চলার নেশায় মাতাল আমি
পথের শেষ নাহি জানি।
পথেই হাসি, পথেই কাঁদি
পথেরই মোহে ভালবাসি।

( নাগের বাজার রোড, কল–৭৪ )

### লুটের বাতাসা
**আরতি দে**

দাবানলে পুড়ে পুড়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল কংকাল
সূর্যের শরীর ঢেকে মেঘ ঠিল ঘাপটি পেতে।
অজস্র বৃষ্টির তোড়ে কখনও ডুবছে কখনও ভাসছে।
আকণ্ঠ প্রয়াস, যদি বাঁচে ভাসার মুখে।
জানি না জানিনা কি তোমার অভিপ্রায়।
পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছ অনিবার্য দুঃখ
ঠিক ততটাই রেখেছ সুখ সমৃদ্ধি।
জঠরের অন্ধকার ছাড়া কিছুই কি ছিল না ওদের দেওয়ার !
পুতুল নাচের মতই রোদ বৃষ্টি জল ঝড়ে বেড়াতো নেচে,
করেনি লুট, লুটের পাহাড়। এক টুকরো হরিলুটের
বাতাসা পেলেই ওরা খুশী, খুব খুশী।
তোমার কাছে কখনও কি চেয়েছে কংক্রীটের দেয়াল।

( শহীদনগর, কল–৭৮ )

### ধোঁয়াশার হাতছানি
**রাজেশ মণ্ডল**

স্বপ্নের তারাবাতি জ্বলে ওই লাল নীল সবুজে
আকাশকে ফেলে দেখো ঘন ত্রিনয়নে।
আরে দেখ চিতার ওই আগুনে, দেখ ওই দাবানল
যেখানে পুড়ে ছাই হয় বন্য পশু, পাখি, গাছপালা সকলে
পড়ে থাকে মৃত সব প্রাণী
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ধোঁয়াশার হাতছানি

( বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ–৭৪২১৬৩ )

### চশমা
**বিবেকানন্দ নস্কর**

ঝাপসা কাঁচে দৃষ্টি বেমানান
কাঁচ মুছে নিলে, আলো হাসে
কাঁচ ভেঙে দিলে, পৃথিবী অন্ধকার।
শৈশবের আমাদের পৃথিবী ফেলে এসেছি
এখন চশমায় পুরু ছানি।

( কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর )

### খোয়াব
**শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়**

গুগুল ম্যাপেতে খোয়াব দেখেচি ডাহা !
আকাশ জমিন সমুদ্র একাকার
সীমারেখা নেই নেই ভাগাভাগি আহা
গুগুল ম্যাপেতে খোয়াব দেখেচি ডাহা !
আরুণীরা কেউ আল পাহারায় নেই
দেখিনি কোথাও জীবনবাজীর রক্ত
গুগুল ম্যাপেতে খোয়াব দেখেচি ডাহা !
আকাশ জমিন সমুদ্র একাকার।

( সার্ভে পার্ক, কলকাতা–৭৫ )

### অমরত্ব
**লক্ষণ দাস ঠাকুরা**

উসখো খুসকো উদভ্রান্ত লোকটা
বিষমদ বাঁ হাতে, বলে চলেছে অমরত্ব চাই'।
সাপের গর্তে ডান হাত
পৃথিবীর নাভিমূলে স্বর্ণখনি খোঁজে।
কপালে চিন্তার বুদবুদে ফোটে কোন এক নারীমুখ।
বুকের ভিতর দমাদম অপাপ শিশুদের চলাচল
অমনি অজস্র বৃশ্চিক তাকে ঘিরে ধরে।
রাজপথে মিছিল – বাঁচতে চাই বাঁচতে দাও'।
তার কৌতুহলী চোখ একবার মেপে নেয়
ঘরে ফেরা পাখির ডানার ক্লান্তি কতখানি।
সে ডেরও পায়নি তার ঘরে সাঁদিকাটা
চাওয়া পাওয়ার অনেক আগেই।
অমরত্ব চুরি গেছে জন্মের দিনেই
গান স্যালুট অপেক্ষায় দিনগোনা ছাড়া
আর কি উপায়।

(সুকান্ত পল্লী, বর্ধমান)

### অন্তরাল সঙ্গীত
**নির্মল নিয়োগী**

সেদিন নয়–এর ঘাট ছেড়ে আমার বয়স নৌকা
দশের ডাক শুনেছে
কানে কানে কথা কইছে মাতৃদুগ্ধের সাদা ভাষা -
চারিদিকে গর্জন অদম্য উতসৃষ্ট জনতার,
হাতে ধরিয়ে বাঁশের বাখারি
সাইকেলের ভাঙা রিম গড়িয়ে গেল ডোবায়
দৌড় থামেনি আমার।
কেন এত রক্ত
রক্ত রক্ত রক্ত বুড়িগঙ্গায়
পিছন থেকে শুনেছি সে ডাক
আয় ভাই আয় ! আয় ভাই আয়
হাতে হাত ধরি
লিখে রাখ এই লাল অক্ষরে
একুশে ফেব্রুয়ারী '।
অতীত, সে তো হতে পারে বর্তমানের পরামর্শদাতা
ভবিষ্যতের শিক্ষক;
হেঁটে আসা পদচিহ্নে রক্তের অলপনা
এখনও শুকায়নি। – তবু, হে প্রচ্ছন্ন,
তোর কানে কানে নববসন্তের শিহরণ –
আয় ভাই আয় হাতে হাত ধরি '
শিখে রাখ ওই রঞ্জিত বর্ণমালা –
একুশে ফেব্রুয়ারী '।
গাইতে পারি যেন অন্তরাল সঙ্গীত
প্রতিদিনের ভোরে
দুয়ার খোলা মনের জোরে
ফুল ফোটানো পাখির আশাবরী –
একুশে ফেব্রুয়ারী '।

( শ্রীপল্লী, বর্ধমান)

### উপদেশ
**দিগম্বর দাশগুপ্ত**

মতে মতে মিল নাই হলো তবু
লাগে নাকো যেন ঠোকাঠুকি
দুনিয়ার ওগে বৃদ্ধ–বৃদ্ধা
তরুণ তরুণী খোকাখুকি।
হোক না যতই মতান্তর
কোর না কখনো মনান্তর
বলি কবি আমি দিগম্বর
কোরো শুধু মুখ শোঁকাশুঁকি
বকবক্ করো যত খুশী, তবু
কোরো না কখনো বকাবকি।

(কলকাতা)

### কল্পলোকের গল্পগাথা
**বসন্ত পরামাণিক**

কল্পলোকের সেই খুশী–ভরা দেশে
নেই শোক – তাই সেথা স্বপ্নেরা মেশে
কল্পনা–সাগরেতে রোজ ভেসে তাই
অচিন সে দেশচাতে খুশীতে বেড়াই !
গল্পেরা হাতছানি দেয় সেই দেশে,
জলপরী, রূপপরূ খেলে হেসে হেসে
ইচ্ছেডানায় তাই ভেসে আমি রোজ
করে যাই অনাবিল খুশীটার খোঁজ !
বাস্তবে সে দেশের চিহ্নটা নেই,
হোক না অলীক, তবু খুশী সেখানেই
গভীর নিখাদ খুশী আছে সেই দেশে
শিশুগন তাই হোথা মজা খোঁজে এসে !

( বাওয়ালী, বজবজ )

অণু গল্প

### ভূতের ভোটদান
**সনত ঘোষ**

বদরাগিনী নাকি স্বরে কালাসুন্দরকে জিজ্ঞেস করে, বলি সকাল সকাল সাজগোজ করে হাওয়ায় ভেসে চললে কোথায়? থমকে দাঁড়িয়ে কালাসুন্দর বলল, সেকি তুমি জানো না! মানুষের দ্বীপে আজ ভোট। তাই ভোট দিতে যাচ্ছি। শুনে বদরাগিনীর চোখ ছানাবড়া, বলো কি ! তুমি তো কবেই মরে ভূত। ভূতের আবার ভোট! তাও আবার মানুষের দ্বীপে। কথাগুলো শুনে কালাসুন্দরের বেজায় স্ফুর্তি। একপ্রস্থ অট্টহাসির পরে বলে, ভূত বলে ভোটাধিকার থাকবে না, এ কেমন কথা। চুপিচুপি বদরাগিনীর কানে কানে বলে, আমি হলাম গিয়ে ভুতুড়ে ভোটার। নাম কাটা যায়নি এখনো, তাহলে নিজের ভোট নিজে দেব না কেন! বদরাগিনীর আক্ষেপ শোনা গেল, তোমার নামটা দিব্যি আছে এখনো। মুখপোড়ারা বেছে বেছে শুধু আমার নামটাই বাদ দিলো গ্য। মানুষের দ্বীপে এ সব হয় বলে কালাসুন্দর খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে হাওয়ায় মিশে যায়।

( খালোড়, বাগনান, হাওড়া )

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

# বিশ্বকাপ জেতার মূল দাবিদার ভারত ও ইংল্যান্ড

অরিঞ্জয় মিত্র

এবারের বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম প্রধান দাবিদার ভারত শুরুও করেছে চ্যাম্পিয়নের মতো। প্রথম ম্যাচে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে অনেক কষ্ট করতে হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে যেভাবে হেলায় উড়িয়ে দিল কোহলির দল তাতে বলাই চলে আসতে আসতে গিয়ার চড়ছে ভারতীয় ব্রিগেডের। প্রথম ম্যাচে রোহিত শর্মার অসাধারণ সেঞ্চুরি টিম ইন্ডিয়াকে জয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। অজিদের বিরুদ্ধে দুরন্ত ব্যাটিং করল ভারতীয় ওপেনিং স্লটের প্রথম ৩ জনই। রোহিত অর্ধশতরান করে আউট হলেও ভারতীয় ক্রিকেট টিমের গব্বর শিখর ধাওয়ান অজি বোলারদের নিয়ে একরকম খেলা করল। বুদ্ধি করে ধাওয়ান–রোহিত জুটি প্রথম দশ ওভার দেখে খেলার রাস্তায় গিয়ে এই ম্যাচের আকর্ষণ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। দুই জোরে বোলারকে সামলে দেওয়ার পর কাজটা সহজ হয়ে যায় বাকি দলের জন্য। শক্ত ভিতের ওপর চমৎকার ব্যাটিং করেন অধিনায়ক কোহলি এবং টিমের অন্যতম ভরসা তথা প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। তারপর বাদবাকি কাজ সারতে দেরি হয়নি ভারতীয় বোলারদের। তবে অজি ব্যাটিং ৩৫৪ রান তাড়া করতে নেমে যে লড়াইটা দিল তাকেও তারিফ করতে হয়। ভুবনেশ্বর কুমার, বুমারহর নিয়ন্ত্রিত পেস আর যজবেন্দ্র চহ্বালের দাপুটে বোলিংয়ে ভর করে বিপক্ষের ১০ উইকেট ফেলতে সমর্থ হল ভারত। এটাও কোনও অংশে কম নয়।

দুটো বড় দলের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর বিরাট বাহিনী নিঃসন্দেহে এই কাপ জেতার অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠল। বিরাটের দলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড হল এই মুহূর্তে সবথেকে ধারাবাহিক। পাকিস্তানের কাছে মাঝে অপ্রত্যাশিত হারের পর ইংল্যান্ড যেভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ে (৩৮৪) তা এই বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ তো বটেই। ভারত আর ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে তাই নিশ্চিতভাবে দুই সেমিফাইনালিস্ট ধরা যেতেই পারে। এদের সঙ্গে বাকি দুটি দলের লড়াইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া আর এক–আধটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা। এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্ট যা এগোচ্ছে তাতে টানা তিন ম্যাচ হেরে প্রায় বিদায়ের মুখে প্রোটিয়ারা। দক্ষিণ আফ্রিকা যে এখনও বড় টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে চোকার্স বদনাম কাটাতে পারল না তাও প্রমাণ হয়ে গেল এতে। লিগ ম্যাচের ভারত–ইংল্যান্ড ম্যাচটা সেক্ষেত্রে সবথেকে আকর্ষণীয় হতে চলেছে।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ভারতের শক্তির ব্যালান্সটাও যথেষ্টই শক্তিশালী। দুদলেই যেমন বড় রান তোলার মতো একাধিক ব্যাটসম্যান রয়েছে, ঠিক তেমনই প্রতিপক্ষের ১০ উইকেট ফেলার মতো মানসিকতাও এদের মধ্যে সমানতালে দেখা যাচ্ছে। আরও একটা ব্যাপার এই বিশ্বকাপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা হল অধিকাংশ ম্যাচেই রানের রীতিমতো পাহাড় উঠছে। ৩০০ রানের বেশি করা তো এখন প্রায় অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিযোগী দলগুলির। ভারতীয় উপ মহাদেশের পিচে যেমন রানের বন্যা দেখা যায় ইংল্যান্ডের মাটিতে এবার দেখা যাচ্ছে ঠিক সেরকম ব্যাটিং ফোয়ারা। ইংল্যান্ডের মাটিতে যে সুইং বোলিং দেখে দুনিয়া অভ্যস্ত তার সেভাবে দেখা মিলছে না। বস্তুত, ইংল্যান্ডের খামখেয়ালি আবহাওয়ার কথা ভেবেই মহম্মদ সামিকে না খেলিয়ে ভুবনেশ্বর কুমারকে খেলিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। হয়তো দেখা গেল সামনের কোনও ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন ঘটাচ্ছে সামি। অন্যদিকে দুই পেসার–দুই স্পিনার ফরমেশনে দারুণভাবে খেটে যাচ্ছে যজবেন্দ্র চহ্বাল, কুলদীপ যাদব জুটি। চহ্বাল যেভাবে সাফল্য পেয়েছেন যাদব ততটা কিছু করে উঠতে পারেন নি। হতে পারে কুলদীপকে বসিয়ে সামিকে এনে নতুন ধারা আনছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও হার্দিক পাণ্ডিয়ার অলরাউন্ড এবিলিটি যথেষ্ট ভরসা জোগাচ্ছে শাস্ত্রী–কোহলিকে। অজিদের বিরুদ্ধে স্লগ ওভারে যে দামাল ইনিংস খেললেন হার্দিক তাতে মুগ্ধ প্রত্যেকেই। পাণ্ডিয়ার কাছে ঠিক যেটা চাওয়া হচ্ছিল সেটাই করে দেখাচ্ছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের মাটিতেই ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়। কপিল দেবের দলের সেই স্বপ্নের জয়ের পর ২৮ বছর খরা কাটিয়েছে মেইন ইন ব্লু। এতদিন পর ফের একটা বিশ্বকাপ জেতার মতো রসদ ও ক্ষমতা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ২৮ বছরের অপেক্ষা যদি ৮ বছরেই এবার ফলপ্রসূ হয় তার মতো ভালো কিছুই আর হতে পারে না। বিরাট কোহলির দলের মধ্যে যেটা সবথেকে ভালো লাগছে তা হল এরা আস্তে আস্তে নিজেদের সেরা জায়গায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রথম ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জয় স্বচ্ছন্দে আসেনি। তাতেই মনে হয় শাপে বর হয়েছে। পরের ম্যাচেই অজিদের বিরুদ্ধে ভারত চমৎকার খেলে নিজেদের গ্রাফটা আরেকটু ওপরে তুলে ধরল। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এইভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের সেরা জায়গায় পৌঁছানোই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পূর্ব লক্ষ্মণ। যদিও ভারত ছাড়াও ইংল্যান্ডকেই সেরার মুকুটে দেখা হচ্ছে। এদের ধারে কাছে আপাতত কোনও দলকেই দেখা যাচ্ছে না।

এখনও পর্যন্ত প্রায় সপ্তাহ দুয়েক গড়ালেও কিছু ম্যাচ মনের মণিকোঠায় থেকে যেতে বাধ্য। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ম্যাচটাও নজরে এসেছে। বাংলাদেশ যদি আর মাত্র কয়েকটা রান যোগ করতে পারত তবেই হাতের মুঠোয় চলে আসত ম্যাচ। সাকিবুল হাসান যেভাবে চমৎকার অলরাউন্ড পারফর্ম করেছেন তাও নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশকে লড়াইয়ে রাখবে আগামী ম্যাচগুলিতে। ক্যারিবিয়ানরা অবশ্য খুব দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে বলা চলে। বিশেষ করে ক্রিস গেইলের মতো তারকা ব্যাটসম্যানকে দুবার আউট ঘোষণার পরেও থার্ড আম্পায়ারের ক্যামেরা যেভাবে তাকে নট আউট দেখায়, সেটা আম্পায়ারদের বড় ব্যর্থতা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তৃতীয়বারের বার যেভাবে এলবিডব্লিউ হলেন তিনি সেই সিদ্ধান্তও সমালোচিত হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে ওই জায়গাটায় বেনিফিট অফ ডাউট পেতেই পারেন গেইল। তাও যেভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই দিয়েছে তাতে অজিরা প্রায় হারতে হারতে জিতেছেন। এমতাবস্থায় এখন যেভাবে বিশ্বকাপ এগোচ্ছে তাতে কোনও দলকেই ফেভারিট তকমা দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ প্রবল শক্তিশালী তথা আয়োজক ইংল্যান্ডও পাকিস্তানের কাছে হেরে বসে আছে। অজিদেরও খুব শক্তিশালী লাগছে না। দক্ষিণ আফ্রিকা তো বিদায় নেওয়ার মুখে। সেক্ষেত্রে ফের যদি এশিয়ায় কাপ আসে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অবশ্য এশিয়ার দলগুলির মধ্যে ভারতই এগিয়ে রয়েছে সবদিক থেকে। ভারতীয় দলের মধ্যে অধিনায়ক কোহলি ছাড়াও রান করার একগাদা লোক। তার ওপর যে ভারত বরাবর বোলিং নিয়ে ভুগেছে তারাই এবার অন্যতম সেরা অ্যাটাক। এমন সুসংহত দল পেলে কেই বা নিজেদের পিছিয়ে রাখে।

বাংলাদেশের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচটাও ভারতের বেশ কাজে এসেছে। ভারত যে এই ম্যাচ থেকে বিশাল মানসিক শক্তি লাভ করলে তা বলাই চলে। তবে এরমধ্যেও যেটা মানসিকভাবে জর্জরিত করছে ভারতীয় ব্রিগেডকে তা হল ওপেনিং জুটির চূড়ান্ত ব্যর্থতা। শিখরের মনোনয়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে তাঁর ধারাবাহিকতার অভাব নিয়ে বারংবার কথা উঠছে। দ্রুত গতির বোলিং বা সুইং বলে তাঁর দুর্বলতা নিয়েও কথা উঠেছে একাধিকবার। কিন্তু শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যর্থ হওয়ায় বেশ নার্ভাস দেখিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে । অন্তত প্রারম্ভিক সময়তে। তিনে নেমে ভারত অধিনায়ক কোহলি অবশ্য জোরদার লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ৪৭ রানে আউট হলেও বিরাটকে পাশ মার্কস দেওয়াই চলে। তবে নিঃসন্দেহে ভারতের স্কোর সাড়ে তিনশো পার করার পিছনে অভিজ্ঞ মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কে এল রাহুলের জুটির কথা বলতেই হবে। দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন। বিশাল পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগও দেন নি। দুজনের স্ট্রাইক রেটও ছিল যথেষ্টই ভালো। মূলত এদের দীর্ঘ জুটির ওপর ভর করে এত বড় রান তুলতে সক্ষম হয় ভারত। যে চ্যালেঞ্জ কোনওভাবেই গ্রহণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। কয়েকজন ব্যাটসম্যান লড়েছেন। কিন্তু, তাদের যাবতীয় লড়াই মাঠে মারা গিয়েছে। অন্যদিকে ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিজেদের তুরুপের তাসেদের দেখে নিতেও পেরেছেন বিরাট। এই কাজে ষোলোআনা সফলও ভারতীয় বোলাররা। বিশেষ করে দুই চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যজবেন্দ্র চহ্বাল অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ৩ টি করে উইকটে দখল করে বাংলাদেশি টাইগারদের অর্ধেক মেরে ফেলার কাজ সম্পন্ন করেছেন। বাদবাকিটা ভালোই সরেছেন বুমরাহ, সামি আর ভুবনেশ্বর কুমাররা। এই দলে রবীন্দ্র জাদেজা থাকলেও মূল দলে চহ্বাল আর যাদবকে সরিয়ে জায়গা করে নেওয়া তার পক্ষে যে কঠিন তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

# ইউরোপিয়ান কাপকে টেক্কা দিতে তৈরি কোপা

রবীন বিশ্বাস

মাত্র কয়েকদিন আগেই ইউরোপিয়ান নেশনস কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পতুর্গাল। এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন সি আর সেভেন নামে অধিক জনপ্রিয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশেষ করে সেমিফাইনালে সুইটজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে করা তাঁর হ্যাটট্রিক তো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতোই। ফাইনালেও যথারীতি নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে জয় পেয়েছে পর্তুগাল। ইউরোপে পর্তুগিজ জমানা কায়েম হওয়ার অব্যবহিত পরেই আবার ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলে শুরু হতে চলেছে কোপা–আমেরিকান ফুটবল টুর্নামেন্ট। কাতারের মতো এশিয়ান দেশের উপস্থিতি অবশ্যই একে এক আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছে। কোপা আরম্ভের ঠিক আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিল যেভাবে পানামার বিরুদ্ধে ৭–০ জয় পেয়েছে তাতে নিশ্চিতভাবে সবার আশা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রস্তুতি পর্ব আর আসল খেলা মোটেই এক নয়। কারণ, ব্রাজিল এই মুহূর্তে আর সেই আগের গরিমায় নেই। তার ওপর নেইমারের অনুপস্থিতি ব্রাজিলকে চাপেও রাখবে এটাও ঠিক। এমনিতে কোপা আমেরিকায় খেলা দলগুলির মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের। যদিও উরুগুয়ের বিশ্বজয় প্রায় ৮০–৮৫ বছর আগের। সেদিক থেকে ব্রাাজিল ও আর্জেন্টিনাই এই টুর্নামেন্টের কৌলিন্যধারী দল বলা চলে। তবে গত কয়েক বছরে এদের সমান তালে বেগ দেওয়া চিলিকে রাখতেই হবে সম্ভাব্য ফেভারিটদের তালিকায়। বলিভিয়া, পেরু, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশও ক্ষমতা রাখে যখন তখন অঘটন ঘটানোর।

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। একদল যখন ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান–ইতালি–ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ–সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার কোন গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল–সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

এইভাবে যারা ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মাতামাতি করতে পারেন তাদের জন্য এবার জোড়া মহোৎসবের আয়োজন হচ্ছে। চারবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হয়েছে ইউরোপিয়ান কাপ। তার পিছনেই রয়েছে কোপা আমেরিকান কাপ। ফুটবলমোদিরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে রয়েছেন। ভেনেজুয়েলা, পেরু, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি এবং আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দেশও শেষবারের মতো নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে নিচ্ছে। ব্রাজিল এবার নেইমারের মতো তারকাদের পাচ্ছে না। তার ওপর অনেক নামি তারকাকে এবারের কোপা দলে সামিল করেনি পেলের দেশ। আর্জেন্টিনা অবশ্য ব্যতিক্রম। তাদের মেগাস্টার মেসির কাঁধে ভর দিয়ে এবারের কোপা কাপ জয়ের জন্য উন্মুখ দিয়েগো মারাদোনার দেশ। শেষ দেখতে মরিয়া তারা। মেসি তার সম্পর্কে ওঠা দীর্ঘদিনের এক অভিযোগের এবার হেস্তনেস্ত করতে চান। সেইজন্য তিনি ঠিক করেছেন কোপা কাপকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে। যাতে করে আগামী দিনে কেউ আঙুল তুলতে না পারে যে মেসি ক্লাবের ক্ষেত্রে সফল হলেও দেশের জন্য তার অবদান শূন্য। ২০১৪–র বিশ্বকাপে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে জার্মানির কাছে হার মেনে মেসির আর বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। ছোঁয়া হয়নি মারাদোনার রেকর্ড। দিয়েগোর পর আর্জেন্টিনায় সর্বাধিক স্বীকৃত তারকা হয়েও মেসি বিশ্বকাপ না পাওয়ার গ্লানিতে আজও আচ্ছন্ন। তা তিনি যতই ক্লাব ম্যাচে সেরার তকমা পান না কেন। এবারের কোপা আমেরিকা জিতে অন্তত একবারের জন্য তিনি প্রমাণ করতে চান যে, লিওনেল মেসি শুধু ক্লাবের জন্য খেলে না, দেশের জন্য তার দরদও কোনও অংশে কম নয়। আমেরিকার মাটিতে তাই লাতিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মেসির সুবাদে অ্যাডভান্টেজ আর্জেন্টিনা বলা চলে।

আগামী ইউরো ফুটবলের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের তকমা পাওয়ার দাবিদার কিন্তু অনেকেই। এঁদের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জোরদার টক্কর নেওয়ার জন্য আসরে রয়েছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, গ্রিস, ডেনমার্কের মতো দেশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই যে ইউরো কাপে হবে তা বলাইবাহুল্য। এখন দেখতে হবে কোপা কতটা পাল্লা দিতে পারে ইউরোপিয়ান কাপকে। সমান্তরাল ভাবে দুটো টুর্নামেন্ট চলাকালীন দর্শকের নজর কোন দিকে বেশি থাকে সেটাও ফুটবল বিশ্বের কাছে বড় প্রশ্ন।

২০১৫ এ কোপা আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উড়িয়ে দিয়ে কাপ ঘরে তুলেছিল চিলি। বিশ্বকাপ ফাইনালেও একইভাবে আশাভঙ্গ হয়েছিল আর্জেন্টিনার। সব থেকে বড় কথা এই মুহুর্তে ফুটবলবিশ্বের সেরা তারকা হয়েও লিওনেল মেসি কিছুতেই জিতে নিতে পারেন নি এই দুটি মেগা ইভেন্ট। কোপা না জেতার দুঃখের মতো বিশ্বকাপেও বারংবার লিওনেলের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ২০১৪–এ ফাইনালে জার্মানির কাছে হারতে হয়েছিল। আর ২০১৮ তে আর্জেন্টাইনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তারা পরের রাউন্ডেই যেতে পারে নি। মেসিকে দেখা গিয়েছে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে। অন্য খেলোয়াড়দের অবস্থা তথৈবচ। এমতাবস্থায় আরও একবার কোপার চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন মেসি ব্রিগেড।

# ইসরো ক্যুইজে প্রথম সোহম

অভীক মিত্র : সারাদেশের কিশোর বিজ্ঞানীদের নিয়ে 'ইসরো যুববিজ্ঞান কর্মশালা' ১২ – ২৬শে মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত হলো। সিউড়ি বেনীমাধব ইন্সটিটিউশনের অতেন্দ্রি আচার্য্য এবং রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের নবম শ্রেণীর ছাত্র সোহম মন্ডল অংশগ্রহণ করে। সমগ্র কর্মশালার শিক্ষার উপর অনুষ্ঠিত ক্যুইজে প্রথম হয় সোহম। সোহমের গ্রুপ প্রোজেক্ট 'লাইফ অফ এ স্টার' প্রথম হয়। 'চ্যালেঞ্জিং সায়েন্টিফিক ওয়ার্কে'র উপর সোহমের কাজ দ্বিতীয় হয়। বাঁশি বাজিয়ে প্রশংসিত হয় সোহম। সার্টিফিকেট,মেডেল,ট্রফি ও অত্যাধুনিক ট্যাব পুরস্কার পায় সোহম। সোহমের বাবা সন্দীপ মন্ডল রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। সোহমের সাফল্যে তার পরিবার,বিদ্যালয়ের শিক্ষককুল সকলেই খুশি ও গর্বিত।

# অলিম্পিকস–এশিয়াডেও সেরা হতে হবে ভারতকে

রূপম জানা : দুনিয়ার সবথেকে বড় খেলাধূলার আসর হল অলিম্পিকস। এরপরেই আসে এশিয়ান গেমসের নাম। এতদিন অলিম্পিকসের আসরে মূলত দাপট দেখিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। এইসব দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা নেহাতই খারাপ। এশিয়ান গেমসেও চিন, জাপান, কোরিয়া, কাতার, সৌদি, ইরান, ইরাক, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশ ভারতকে চাপে রাখে। অথচ অলিম্পিকস বা এশিয়াড থেকে দেশে পদক জিতে আনাটাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ।

তার মধ্যে এক–আধটা সোনা জুটে গেলেই অনেক। একটা সময় ছিল হকি থেকে ভারতের সোনা পাওয়া ছিল নিশ্চিত। বেশ কয়েকবছর হল সেই রাজত্বে হানা দিচ্ছে পাকিস্তান,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ। ভারতের অলিম্পিক হকি জয়ের প্রধান পথের কাঁটা পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তের ভারতীয় দল অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ধ্যানচাঁদদের প্রকৃত উত্তরসূরী এই ভারতীয় হকি টিম হয়ে উঠতে পারে কিনা। সেজন্য অবশ্য অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের বাধা অতিক্রম করা বিশেষ জরুরি। যেটা হকিতে এখনও পেরে ওঠেনি ভারত।

এমনিতে হকি ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। আসলে অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমস অনেককেই পরিচিতির আলোয় নিয়ে আসে। এবং সেটা চলছে যুগ যুগ ধরেই। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম এক কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা।

ভারতীয় দলে যে তাকে সামিল করা হয়েছে এর মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি। এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা। এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াইয়েও নজর রাখতে হবে। মোদ্দা কথা ক্রিকেট প্রীতির একচক্ষুতা থেকে বেরতে পারলেই সামনে উঠে আসবে এমন অনেক খেলার মাধ্যম যা দেশকে বর্ণচ্ছটায় ঢেকে দিতে পারে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com